Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Unqualified seller/prescriber
Length of the interview/discussion: 01:05:07 min.
ID: IDI_AMR204_SLM_PUnQ_A_R_14 Oct 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	52	S.S.C	Unqualified seller/prescriber	Animal	7 Years	Banglai	

প্রশ্নর্কতা:আসসালামুআলাইকুম। আমি হচ্ছি এসএম এস। ঢাকা আইসিডিডিআরবি কলেরা হাসপাতালে কাজ করি। আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করতেছি, যেখানে আমরা বুঝার চেষ্টা করছি যে মানুষ ও পশুপাখি যখন অসুস্থ হয় তখন তারা কি করে। পরার্মশ এবং চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায়। এবং অসুস্থতা সমুহের জন্য তারা এন্টিবায়োটিক ক্রয় করে কিনা। ঔষধের দোকানের মালিক অথবা অশিক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা বা চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী অথবা যিনি এন্টিবায়োটিক বিক্রয় বা প্রদান করেন, তাদের কাছ থেকে আমরা আরো জানার চেষ্টা করি, তারা কিভাবে এন্টিবায়োটিক বিক্রয় বা সেবনের পরার্মশ দিয়ে থাকেন। আর ভাইজান, আপনি আমাকে যে সমস্ত তথ্য দিবেন, এটা সর্ম্পূন গোপনীয়ভাবে আমরা কলেরা হাসপাতালে আইসিডিডিআরবিতে সংরক্ষন করবো। শুধুমাত্র গবেষণার কাজেই এই তথ্য ব্যবহার করা হবে। তো আমরা কি শুরু করবো? ভালো আছেন, ভাইজান?

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:ধন্যবাদ। তাহলে আমরা শুরু করি। প্রথমে যদি ভাইয়ের একটু বিস্তারিত বলেন যে আপনার এই ঔষধের দোকান এবং এই পেশা সর্ম্পকে যদি একটু বিস্তারিত বলেন। সাধারনত আপনি কোন ধরনের ক্রেতাদের এখানে দেখেন? যদি একটু বিস্তারিত বলেন আপনার দোকান এবং পেশা সর্ম্পকে। আপনি কবে শুরু করছেন এই দোকান। কতবছর ধরে এই পেশায় আছেন, একটু বিস্তারিত।

উত্তরদাতা:পেশায় তো আসছি অনেক বছর যাবতই। তবে দোকান নিছি আপাতত কিছুদিন ধইরা।

প্রশ্নর্কতা:এটা কত সাল থেকে শুরু করেছেন দোকান?

উত্তরদাতা:মোটামুটি আপনার তাও পাঁচ সাত বছর হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:আর এই পেশায় আছেন কত বছর ধরে?

উত্তরদাতা:এই পেশায় আছি মনে করেন প্রথম অবস্থায় তিরাশি থেকে শুরু করে দুই বছর করছি। মাঝখানে বেশ কিছুদিন গ্যাপ গেছে। গ্যাপ দেওয়ার পরে আবার পাঁচ বছর ধরে শুরু করছি।

প্রশ্নর্কতা:তো মানে দুই বছর আর পরবর্তীতে কয় বছর হলো? মোট কয় বছর?

উত্তরদাতা:বিরাশি, থেকে হিসাব করেন। বিরাশি তিরাশি

প্রশ্নর্কতা:তিরাশি থেকে দুই বছর বললেন বার মাঝখানে গ্যাপ দিয়ে আবার কয় বছর হলো?

উত্তরদাতা:মাঝখানে আপনার গ্যাপ গেছে প্রথমে আপনার নয় বছর বিদেশ করছি। তারপর দুইতিন বছর বাড়িতে বসে আছিলাম। তারপর থেকে শুরু করছি।

প্রশ্নর্কতা:মানে আনুমানিক সব মিলিয়ে কত হবে, কয় বছর হবে?

উত্তরদাতা:দশ বারো বছর হবে।

প্রশ্নর্কতা:দশ বারো বছর। অনেক বছর, অনেক বছর ধরে এই পেশায় আছেন। তো যেটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম ভাইজান, সেটা হচ্ছে যে মানে আপনি কি কোন প্রেসক্রিপশন দেন, আপনার কাছে যারা খামারি বা গবাদি পশুর সমস্যা নিয়ে আসে, আপনি তাদের কোন ব্যবস্থাপত্র দেন?

উত্তরদাতা:ব্যবস্থাপত্র দিতে হয় আরকি অনেক সময়। প্রেসক্রিপশনও দিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। সরি। আমি তার আগে একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনার দোকানে কি কি ধরনের ঔষধ আছে? এইযে এখানে কি শুধু গবাদি পশু নাকি মানুষেরও ঔষধ আছে।

উত্তরদাতা:না। শুধু গবাদি পশু।

প্রশ্নর্কতা:শুধু গবাদি পশু। কি কি ধরনের ঔষধ আছে? ধরেন যদি সাধারন ঔষধ এবং এন্টিবায়োটিক সর্ম্পকে বলেন।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক আছে আপনার ব্যথানাশক আছে। জ্বর, ব্যথানাশক আছে।

প্রশ্নর্কতা:কয়েকটা এন্টিবায়োটিক যদি বলেন যে কি ধরনের এন্টিবায়োটিক আছে?

উত্তরদাতা:কি ধরনের এন্টিবায়োটিক, প্রোনাপেন আছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর?

উত্তরদাতা:ট্রায়োজনভেট আছে। তারপর ট্রায়োজনভেট দুই রকম আছে। পাওয়ার জিরো পয়েন্ট একটা আছে আর আপনার এন্টিবায়োটিক আছে আপনার ইয়ে আছে। ঐযে ডায়াডিন আছে। তারপর আপনার প্রিডেকশন এস আছে। রেনামাইসিন আছে। এইতো এগুলা।

প্রশ্নর্কতা:বলতেছিলেন যে ব্যথানাশক, কৃমিনাশক। আর কি ধরনের ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা:আর আপনার জাইমোভেট আছে।

প্রশ্নর্কতা:জাইমোভেট আছে।

উত্তরদাতা:স্যালাইন, গরুর স্যালাইন আরকি যেটাকে বলে জাইমোভেট আছে। ভমিভেট আছে।

প্রশ্নর্কতা:জ্বী। মানে এগুলা কি ধরনের কাজ করে, যেমন একটা বললেন ব্যথানাশক, কৃমিনাশক। তারপরে হচ্ছে আপনার এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:আর কি ধরনের ঔষধ আছে? মানে যদি আমরা রোগের কথা চিন্তা করি

উত্তরদাতা: আর আপনার ঐযে ভিটামিন আছে।

প্রশ্নর্কতা:ভিটামিন আছে।

উত্তরদাতা:ক্যালসিয়াম আছে।

প্রশ্নর্কতা:ক্যালসিয়াম আছে। আর কিছু ভাইজান?

উত্তরদাতা:ভিটামিন, ক্যালসিয়াম। আর কি। আর আপনার ইয়ে আছে। গরু ছের পারলে তার জন্য ইয়ে আছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে গরু কি করলে?

উত্তরদাতা:গরু পাতলা পায়খানা করলে।

প্রশ্নর্কতা:পাতলা পায়খানা করলে। আচ্ছা। ওর জন্য ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা:ওর জন্য ঔষধ আছে।

প্রশ্নর্কতা:এছাড়া অন্য কোন রোগের বা কিছু?

উত্তরদাতা:না। অন্য কোন রোগের নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো ধরেন একটা প্রেসক্রিপশন, ডাক্তাররা যেমন প্রেসক্রিপশন, ব্যবস্থাপত্র দেন। আপনি কি এরকম কোন প্রেসক্রিপশন দেন? খামারি যারা আসে, লিখিতভাবে কিছু দেন?

উত্তরদাতা:লিখিত ঔষধ শুধু মনে করেন দুই একটা দরকার পড়লে আমি লিখে দিই। জিনিসটা তুমি কিনে নাওগা। তারপর পুরা প্রেসক্রিপশন তো আমি করিনা।

প্রশ্নর্কতা:পুরা করেন না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আর প্রেসক্রিপশন তাহলে মৌখিকভাবে বলেন তাদেরকে?

উত্তরদাতা:হ্যা। মৌখিকভাবে বলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে বলেন? অরেন একজন খামারি

উত্তরদাতা:হয়তো মনে করেন একজন আমার কাছে আসলো। আমার গরুর পেট ফুলছে বা আমার গরু ইয়ে হয়ছে। আমি হয়তো বললাম এই স্যালাইন নিয়ে যাও। নিয়ে খাওয়াও। পেট ফুলা কমবে। বা যদি জ্বর থাকে, তাহলে ট্যাবলেট দিয়ে দিই সাথে। জ্বরের ট্যাবলেট খায় হালকা পাতলা কিছু। আর যখনই দেখি যে অতিরিক্ত বেশী ইয়ে হয়, তখন বলি যে ইয়ে হয়বোনা, নিজের দেখন লাগবো। নিজের দেখতে হবে। নিজের দেখা ছাড়া কাজ হবেনা।

প্রশ্নর্কতা:তখন আপনি ঐখানে যান?

উত্তরদাতা:হ্যা। আমি নিজে যাই। নিজে যায়য়া জ্বর টর মাইপা তারপর ঔষধ দিয়া দিই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা মানে খামারিকে যখন একটা নির্দেশনা দিলেন যে, এভাবে ঔষধ খাওয়াতে হবে। তখন কি মানে খামারিকে ঐ জিনিসগুলা যে বলেন, লিখিতভাবে না দিলে উনি কি মনে রাখতে পারেন?

উত্তরদাতা: ঐ মনে করেন দুই একটা জিনিস তো, আমি তো আর পুরা প্রেসক্রিপশন করছিনা। পুরা প্রেসক্রিপশন করলে পরে ইয়ে করন লাগে। হয়তো দুই একটা জিনিস হয়তো শর্ট কাট দুই একটা জিনিস হয়তো বইলা দিই। এই জিনিসটা আইনা খাও। এমনটা। ৫:০০

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে কোন চিহ্ন বা কোনকিছু কি দিয়ে দেন ঔষধের ইলে বা ইয়ের মধ্যে মানে যে খামারি খাওয়াবে ঔষধটা। এটা কিভাবে সে মনে রাখবে যে কয় বেলা

উত্তরদাতা:ঐটা মনে করেন মুখেই বলে দিই। দুই একটা জিনিস তো মাত্র। দুই একটা জিনিস মুখেই বলে দিই। লেখে দিই যে এটা নিয়ে খাও। এটা লিখে দিই। এইটুক আরকি।

প্রশ্নর্কতা:কোন চিহ্ন বা কিছু দিয়ে দেন? যেমন অঅমি একটা মানুষের এরকম ঔষধ বিক্রি করে দেখছিলাম কাচি দিয়ে কেটে দেয়। দুই মাথায় দুই, সকালে একটা রাতে একটা।

উত্তরদাতা:না। ঐরকম যেহেতু একটা গরুর মনে করেন পেট ফুললো। হয়তো বললাম যে চারটা, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে চারটা স্যালাইন নিবার কই। দুইটা স্যালাইন এখন খাওয়াবেন। দুইটা স্যালাইন পেট ফুলা না কমলে পরে আবার দুইটা স্যালাইন খাওয়াবেন। বা পাতলা পায়খানা হলো, ট্যাবলেট দেখলাম যে পাতলা পায়খানা হয়ছে, ট্যাবলেট এখন নিয়া দুইটা খাওয়ায় দাও। আবার ইয়ে না হলে পরে আবার কালকে সকালে দেখে আবার দুইটা খাওয়াবে। এরকম বলি।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি যে মানে মাঝেমধ্যে প্রেসক্রিপশন দেন বা মুখে যে বলে দেন সেক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক লেখার আপনার অভিজ্ঞতা আছে না?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক তো মুখে বলা, মুখে বলার জিনিস না।

প্রশ্নর্কতা:এটা কিভাবে দেন?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক লাগলে ঐটা নিয়ে যায়য়া দেইখা তারপর এন্টিবায়োটিক দিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে প্রতিবারই কি আপনি এন্টিবায়োটিক দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি ফিজিক্যালি যান?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক প্রয়োজন হলে নিজে যাই।

প্রশ্নর্কতা:নিজে যান।

উত্তরদাতা:নিজে যাই। এন্টিবায়োটিক হলে বইলা দেওয়ার ইয়ে নাই।

প্রশ্নর্কতা:এমনে খামারিরা বা যারা গবাদি পশু পালে উনারা এসে কি বলে যে মানে আমাকে এই এন্টিবায়োটিক দেন বা নাম ধরে চায়?

উত্তরদাতা:না। তা কোন সময় চায়না।

প্রশ্নর্কতা:মানে যখন আপনি মনে করেন যে এন্টিবায়োটিক দিতে হবে তখন আপনি সরাসরি নিজে যাচ্ছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। নিজে যাই।

প্রশ্নর্কতা:প্রতিবারই যান নাকি কোনবার এমন আছে যে

উত্তরদাতা:প্রতিবারই।

প্রশ্নর্কতা:সেক্ষেত্রে দোকান এভাবে যে রেখে আপনি যে যান মানে সেক্ষেত্রে ব্যবসার ক্ষতি হয়না?

উত্তরদাতা:না। কোন সমস্যা নেই।

প্রশ্নর্কতা:সমস্যা নেই।

উত্তরদাতা:কোন সমস্যা নেই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনি কি মনে করেন যে দিন দিন এন্টিবায়োটিক এর যে ব্যবহার এটা কি বেড়ে যাচ্ছে নাকি কমে যাচ্ছে? আপনার মতামত কি। এন্টিবায়োটিক ইউজটা। ইউজটা কি

উত্তরদাতা: বেড়ে যাচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:বেড়ে যাচ্ছে। কেন বেড়ে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা:এটাতো হয়তো দেশের আবহাওয়ার কারনে রোগব্যাধি বেশী বাড়তেছে, যার জন্য এন্টিবায়োটিক প্রয়োজন বেশী হচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এটা ওয়েদারের কারনে

উত্তরদাতা:প্রয়োজন হয়তেছে। এতদিন মনে করেন এত বছর চিকিৎসা করলাম, এই পোনাপেন বা রোনামাইসিন এই সমস্ত দিয়ে চিকিৎসা করি, তাতে আল্লাহর রহমতে ইয়ে হয়ছে। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ গরুর যদি জ্বর উঠে, ঐ জ্বরটা যতক্ষন পর্যন ট্রায়োজনভেট টু গ্রাম না দিই ততক্ষন পর্যন্ত -----তাছাড়া একে এক তিনচারদিন দিতে হয়।এই হারে এই এন্টিবায়োটিক আমরা আগে পাই নি ক্যা, আর এরকম ব্যবহার করিও নাই।৭:২০

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটা কতদিন যাবত দেখতেছেন এরকম। আপনি তো আজকে দশ বারো বছর ধরে এই লাইনে।

উত্তরদাতা:দুই বছর। আমি দুই তিন বছর ধরে এরকম দেখতেছি।

প্রশ্নর্কতা:দুই তিন বছর ধরে, না? একটা তো বললেন যে আবহাওয়ার কারনে হচ্ছে। আর কোন কারন কি বলতে পারবেন দুই একটা কারন যে কেন এরকম হচ্ছে?

উত্তরদাতা:আবহাওয়ার কারন তারপরে হয়তো খাদ্যের কোন ইয়ে থাকতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে কি ধরনের সমস্যা খাদ্যে? খাদ্যে কি সমস্যা থাকতে পারে?

উত্তরদাতা:নিত্যনতুন খাদ্য বের হয়। খাদ্য থেকেও অনেক সময় ক্ষতি হতে পারে। এটা আমার অতটুকু ইয়ে নাই। বর্তমানে দেখতেছি যে আগের চেয়ে অনেক বর্তমানে

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহারটা

উত্তরদাতা:ব্যবহারটা বেশী বাড়তেছে।

প্রশ্নর্কতা:বেশী বেড়ে যাচ্ছে, না? আচ্ছা।

উত্তরদাতা:এই কয়েকদিন একটা গরু আমি প্রথম থেকে ট্রায়োজনভেট টু গ্রাম দুইদিন দিছি। তিনদিন দিছি। দেওয়ার পরে মোটামুটি নরমাল হয়ছে। ------৮:০০ । আবার ফিরে সেই গরুটারে ফিরে আবার পাঁচদিন একাধারছে দিছি। দেওয়ার পর ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা:তো এখন যেটা একটু জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে মানে আপনি কোন কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক বেশী প্রেসক্রাইব করে থাকেন? যে এন্টিবায়োটিক বেশ কয়েকটা বললেন। যেমন এটা আমরা একটু পরে আলোচনা করবো। যেমন, প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখা বা বিক্রির ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ কাজ করে, আপনি মনে করেন যে, আপনি যে এন্টিবায়োটিক দেন, কোন সময় এন্টিবায়োটিক দিতে গিয়ে বা লিখতে গিয়ে বা আপনার কাছে মনে হয়ছে যে আসলে এই এন্টিবায়োটিকটা দিবো নাকি এটা দিবো। মানে ডিসিশান নেওয়া বা এই ধরনের এন্টিবায়োটিক দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ ফেস করেছেন?

উত্তরদাতা:না। এমনে মনে করেন যেমন ট্রায়োজনভেট বললাম, একমি কোম্পানি। বা সেফটন বললাম একই জিনিস বিভিন্ন কোম্পানি হয়ে থাকে।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু এটা যখন আপনি দিচ্ছেন, আপনার কাছে কোন সময় মনে হয়ছে যে এন্টিবায়োটিক, এটা কি ঠিকমতো আমি দিচ্ছি নাকি এটা দেওয়ার কারনে কোন সমস্যা হতে পারে, এরকম কোন সময় মনে হয়ছে?

উত্তরদাতা:না। এরকম কোন সমস্যা আমার, যেটার মধ্যে সমস্যা হয়বো, যখন একটা গরু যখন নরমালভাবে চিকিৎসা করি, নরমাল এন্টিবায়োটিক দিই, যখন দেখি যে একদিন বা দুইদিন করার পরে এটা কাজ হবেনা। তখন বাধ্য হয়ে আপনার ঐযে হায়ার এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে প্রতিবারই সাধারন ঔষধ দিয়ে শুরু করেন পরে বলতেছেন এন্টিবায়োটিক দেন।

উত্তরদাতা:হ্যা। পরে অথবা

প্রশ্নর্কতা:এমনকি হয় যে সরাসরি এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতা:মনে করেন শতকরা নব্বইটা গরুর নরমাল এন্টিবায়োটিক এ কাজ হয়। হঠাৎ দুই চারটার মধ্যে এরকম কোনমতে জ্বর কমেইনা। তখন বাধ্য হয়ে আপনার হায়ার এন্টিবায়োটিক দিলে ঠিক হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। হায়ার এন্টিবায়োটিক বলতে কোনটা বোঝাচ্ছেন? যেমন?

উত্তরদাতা:হায়ার এন্টিবায়োটিক মনে করেন ট্রায়োজনভেট, সেফটাক্সন, ট্রায়োজন ভেট। আর ঐযে সেফ থ্রি আপনার ঐযে কোন কোম্পানি, এইতো একেক কোম্পানি আরকি। এই হলো হায়ার এন্টিবায়োটিক।১০:০০

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো মানে এখন যখন এন্টিবায়োটিক আপনি দিচ্ছেন, তো কত মাত্রা বা কত ডোজ, কতদিন খেতে হবে, এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা বা রেজিস্ট্যান্স সর্ম্পকে, এই সর্ম্পকে বলেন, কোন দিকনির্দেশনা দেন? খামারি বা যিনি গবাদি পশুর মালিক, উনাকে বলেন? একটা ঔষধ যখন দিচ্ছেন, ঐটার ডোজ, কিভাবে খাবে বা এটার কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে কিনা, সাইড এফেক্ট বা এটার কোন

উত্তরদাতা:না। এটাতো খামারি মনে করেন নিজেই মনে করেন ব্যবহার করে। খামারি হয়তো মনে করেন শুধু স্যালাইন বা ইয়ে টিয়ে এই ধরনের কিছু দিই। তাছাড়া অন্য কিছু দিলে নিজে যেয়ে ব্যবহার করিয়ে দিই।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু ঐটা যদি কয়েকবেলা খায়তে হয় ঔষধ, প্রতিবারই কি আপনি নিজে যাচ্ছেন নাকি একবার দিয়ে তাকে বলে দেন যে এভাবে এভাবে ঔষধটা খাওয়াতে হবে।

উত্তরদাতা:ঐটা মনে করেন যদি স্যালাইন দিই, এটা সম্বন্ধে বলে আসি যে এটা যেমন গরুর মনে করেন হজম হয়তেছেনা। গরু হজম হয়না, তারজন্য কমপক্ষে তিনদিন স্যালাইন খেতে হয়। দুইটা করে স্যালাইন কমপক্ষে তিনদিন খাওয়াতে হয়। তিনদিন খাওয়ার গরুটার ইয়ে, হজম আসে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটাতো নরমাল ঔষধ। আমি বলতেছি এন্টিবায়োটিক এর ক্ষেত্রে। ধরেন একটা এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিলেন বা ঔষধ, ট্যঅবলেট আপনি খাওয়ায় দিলেন গরুর। খাওয়ায় দিয়ে ঐটা হয়তো তিনদিন বা পাঁচদিন বা সাতদিন খায়তে হবে। বাকী সময় কি

উত্তরদাতা: ঐ ধরনের কোন এন্টিবায়োটিক দিইনা তো।ঐ ধরনের কোন এন্টিবায়োটিক খাওয়ার কোন এন্টিবায়োটিক দিইনা। এন্টিবায়োটিক যদি প্রয়োজন পড়ে ইনজেকশন, যদি জ্বর থাকে বা ইয়ে থাকে এন্টিবায়োটিক

প্রশ্নর্কতা:মানে আমাকে যা বলতেছেন সবই কি ইনজেকশন ফরমে? এন্টিবায়োটিক গুলা?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ইয়ে দিই। ঘাও শুকানোর জন্য হয়তো কিছু এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:তখন ঐটার ডোজ বা কিভাবে খাবে বা দিক নির্দেশনা

উত্তরদাতা:এগুলা বলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা বলেন দেন?

উত্তরদাতা:বলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:বলে দেন। মানে কোন লিখিতভাবে দেন নাকি মুখেই বলে দেন?

উত্তরদাতা: ঔষধ মনে করেন দোকান থেকে দিয়া দিই। এই কয়টা ট্যাবলেট দিলাম। এগুলা এভাবে খাওয়াবেন।

প্রশ্নর্কতা:এটার কোন সাইড এফেক্ট বা কিছু হতে পারে কিনা এই সম্বন্ধে বলেন? যে এই ঔষধটা খেলে

উত্তরদাতা:ঐটা বলতে হয়না। যেহেতু নিজেই দিয়ে ফেলছি, আমার তো জানা আছে যে কতটুকু, অতিরিক্ত খাওয়ালে তো সমস্যা হয়বোই। আমি তো নিজেই দিই পরিমান করে এভাবে খেতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। বুঝতে পারছি। আচ্ছা কোন নির্দিষ্ট রোগীকে এন্টিবায়োটিক দেওয়া হবে কিনা, কোন নির্দিষ্ট গবাদি পশুকে এন্টিবায়োটিক দিতে হবে বা হবেনা, এইযে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়। এই সিদ্ধান্তটা আপনি নিজে নিজে কিভাবে নেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক

প্রশ্নর্কতা:ধরেন একটা গরু, একটা ছাগলকে আপনি এন্টিবায়োটিকটা এখন দিবেন নাকি দিবেন না। মানে কোন ঔষধটা দিবেন, এন্টিবায়োটিক দিবেন নাকি সাধারন ঔষধ দিবেন, এইযে একটা সিদ্ধান্ত

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক দিতেই হবে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এই সিদ্ধান্তটা আপনি নিজে নিজে কিভাবে নেন?

উত্তরদাতা: ঐটা আমি নিজেই নিই যেহেতু এন্টিবায়োটিক, মনে করেন একটা গরুর জ্বর আছে। জ্বরটা যেকোন সমস্যার কারনে জ্বর আসছে। ঐটা যদি এন্টিবায়োটিক না দিই, জ্বর বা ব্যথার ইনজেকশন দিলাম। এই জ্বরটা সাইরা গেল। হয়তো আজকে ছাড়লো কালকে আবার ঐ জ্বরটা ফিরে আসলো। তাহলে মাষ্ট এন্টিবায়োটিক দিতে হয়বো।

প্রশ্নর্কতা:মানে এটা কি প্রতিবারই দিতে হবে?

উত্তরদাতা:না। কোন কোন সময় একবার দিলে পরেই ভালো হয়ে যায়গা। হঠাৎ দুই একটা গরু, শতকরা নব্বইটা গরু ভালো হয়ে যায়গা। ঐ দুই চার পাঁচ দশটা মনে করেন

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আপনি ট্রিটমেন্ট শুরু করার প্রথমেই এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন নাকি সাধারন ঔষধ দিয়ে শুরু করার পরবর্তীতে এন্টিবায়োটিক দেন?

উত্তরদাতা:মনে করেন যখনই চিকিৎসা করবেন, তখন আপনার এন্টিবায়োটিক দিতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:দিতেই হবে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক দিতে হবে প্রথমেই।

প্রশ্নর্কতা:প্রথমেই দিতে হবে?

উত্তরদাতা:দিতে হবে। নরমাল দিই আর ইয়ে দিই।

প্রশ্নর্কতা:নরমাল ঔষধে কাজ হবেনা প্রথমে?

উত্তরদাতা:প্রথমে হবেনা।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে প্রথমে কি নরমাল দেন নাকি এন্টিবায়োটিক দেন।

উত্তরদাতা:না। প্রথমে নরমাল দিই।

প্রশ্নর্কতা:এরপরে?

উত্তরদাতা:তারপরে যখন ঐ বললাম যে মনে করেন একশো গরুর চিকিৎসা করলাম, তারমধ্যে নব্বইটাই নরমালে ভালো হয়ে যায়। যখন একটার মধ্যে গিয়ে দেখলাম যে একদিন চিকিৎসা করলাম। এই আমার গরু তো ভালো হয় নাই। আবার গেলাম। গিয়ে আবার একটু দিয়ে এলাম। ভালো হয় নাই, ভালো হয় নাই। তারপর বাধ্য হয়ে বলতে হয় যে, এটা কিন্তু ইনজেকশনে কাজ হয়বোনা। এটা হায়ার এন্টিবায়োটিক দিতে হয়বো। তিনদিন দিতে হবে কমপক্ষে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো তিনদিন ইনজেকশন দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি নিজে যান নাকি খামারি

উত্তরদাতা:আমি নিজে যাই।

প্রশ্নর্কতা:নিজে যান?

উত্তরদাতা:হ্যা। নিজে যাই।

প্রশ্নর্কতা সেক্ষেত্রে আপনার দোকান, ব্যবসা?

উত্তরদাতা:এটার কোন ইয়ে নাই। থাকে। জানে তো সবাই। কি করবো এরা। এই ঔষধ কেডা নিবো। তেমন দামী কোন জিনিস না। নিবোনা। নিয়ে কেডা কি করবো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনি কি মনে করেন ভাইজান, এন্টিবায়োটিক এর যে দাম, বাজারমুল্য, যেটা এন্টিবায়োটিক এর দাম, এটা সাধারন যে খামারি বা জনগন, যারা খামার, যারা আপনার এখান থেকে ঔষধ নেয়, ওদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে নাকি দামটা একটু বেশী?

উত্তরদাতা:না। গবাদি পশুর যে

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক এর?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক বা যেকোন ঔষধ আরকি গরুর যে ঔষধগুলা, এগুলার দাম খুব ইয়ার মধ্যে আছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে কমের নাকি বেশী?

উত্তরদাতা:কমের মধ্যে আছে।

প্রশ্নর্কতা:কমের মধ্যে

উত্তরদাতা:মানুষের ঔষধের যে দাম দেখি সে হিসাবে তুলনাভাবে গরুর ঔষধের দাম খুব কম আছে।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক এর কথা বলছি। গরুর এন্টিবায়োটিক এর দামটা বেশী নাকি কম?

উত্তরদাতা:না। ঠিক আছে। কম আছে।

প্রশ্নর্কতা:কম, না?

উত্তরদাতা:কম আছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে মানুষের চেয়ে তুলনামুলকভাবে কম বলতেছেন?

উত্তরদাতা:কম।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক এর?

উত্তরদাতা:গরুর চিকিৎসা যেই নাগাড়ে সেই হিসাবে মানুষের একটা ট্যাবলেট কিনতে পঁয়ত্রিশ টাকা লাগে।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু অনেকে তো বলে যে মানে আপনার আসলে এন্টিবায়োটিক এর দাম বেশী যে আমরা আসসেল যে পরিমান একটা গরুর পেছনে ইয়ে হয়, বিশেষ করে যে আমরা কোরবানের সময় বা অনেক সময় বলে যে, আমার খরচ। আসলে তাহলে কম, দামটা কি কম বলতেছেন আপনি?

উত্তরদাতা:আমি গরুর ঔষধ হিসাবে যে দাম, তাতে ঠিক আছে। এরকম দাম বেশী।

প্রশ্নর্কতা:লোকজন সাধারনত কিভাবে এন্টিবায়োটিক গ্রহন করে? তারা কি এন্টিবায়োটিক ট্যাবলেট বা ঔষধের পুরা কোর্স কিনে নাকি অল্প করে তারা প্রথমে নেয়? যখন ধরেন একজন খামারি আপনার এখান থেকে ঔষধ কিনতে আসে, তখন সে এন্টিবায়োটিক এর আপনি একটা ঔষধ দিলেন তাকে। যে পাঁচদিন বা সাতদিনের জন্য। সে ফুল কোর্সটাই নেয় নাকি অল্প করে দুইদিন বা তিনদিনের জন্য নেয়?

উত্তরদাতা:ঐটা আমি দেখি যে কতটুকু প্রয়োজন পড়বো। হয়তো বিস্তারিত বিবরনে যাইনা, যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে একদিনের দিই। নাহলে যদি দেখি প্রয়োজন দুইদিন, তাহলে দুইদিনের হলে তাহলে দুইদিনের দিই। এটা খামারি কোন ইয়ে নেই। ১৫:০০

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি যতটুক দিলেন, উনি কি পুরাটাই কিনে নাকি অল্প করে কিনে? মানে যিনি কিনেন

উত্তরদাতা:যেই মনে করেন দুইএকদিনের জন্য দিই তো, মনে করেন একটা গরুর অসুখ হয়ছে। বললো যে আমার গরুর এই সমস্যা। হয়তো উনি আমাকে নিতে চায়লোনা। তখন তারে হালকা পাতলা ঔষধ দিয়ে ইয়ে করে দিলাম। একদিন বা দুইদিন দিয়া দিলাম। এটা খাওয়ায়য়া যদি ভালো না হয়, তাহলে আমারে একটা রিং করবা, তাহলে আমার বাধ্য হয়ে যায়তে হবে।

প্রশ্নর্কতা:মানে দেওয়ার সময় কি আপনি অল্প করে দেন নাকি পুরা কোর্সটাই দিয়ে দেন?

উত্তরদাতা:না। অল্প করে দিই।

প্রশ্নর্কতা:প্রথমে অল্প দেন?

উত্তরদাতা:প্রথমে অল্প দিই।

প্রশ্নর্কতা:তো অল্প কোর্সে কি কাজ হয়? অসুখ ভালো হয়?

উত্তরদাতা:না। ঐটা যদি ভালো, এজন্য তো বললাম, যে তখন তো কওন যায়বো যে একটা জিনিস মনে করেন যে জ্বর আইছে বা ইয়ে হয়ছে। একদিনের ইয়েতে ভালো হলোনা, তখন বাধ্য হয়ে নিজের দেখতে হবে। ঐটা খালি আন্দাজে ঔষধ দিয়ে দিলেন। দিয়া খাওয়ালে কোন কাজ হবেনা। শেষে বকবো যে, তুমি কি ঔষধ দাও। তার জন্য নিজে যেয়ে দেইখা লই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। বুঝতে পারছি। তো নিজে যেয়ে যখন দেখেন তখন যদি বেশী যদি পাঁচদিন সাতদিন লাগে, তখন বেশী করে দেন নাকি তখন আবার কম করে দেন?

উত্তরদাতা:না। ঐ সময় গেলে পরে ঐ সময় তো হয়তো এন্টিবায়োটিক ইয়েটা একটু যাই দিয়ে দিলাম। দুই একটা। তারপর মনে করেন যদি দেখি যখন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করবো, যদি একটা হয়তো একদিন দিলাম। দিয়ে আসলাম। যদি ভালো না হয় তো আমারে জানায়বা। হয়তো পরের দিন ভালো হইলে তো আর যাইনা। আবার হে জানাইলে পরে আবার যাই।

প্রশ্নর্কতা:আর যারা এখানে দোকান থেকে কিনে, যেমন কাউকে এন্টিবায়োটিক দিলেন। শুনে মনে হলো যে এন্টিবায়োটিক খেলে ভালো হয়ে যাবে। তাকে পাঁচদিনের দিলেন। বা তিনদিন বা চারদিনের দিলেন। তখন কি সে পুরা তিনদিনের জন্যই নেয়? নাকি একদিনের জন্য কিনে?

উত্তরদাতা:আমি ঐ ধরনের এন্টিবায়োটিক এখন আমি দিইনা। অন্য কেউ দেয় কিনা আমার জানা নেই। তবে ঐ ধরনের কোন এন্টিবায়োটিক আমি কোন কাষ্টমারকে দিইনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে আপনি নিজেই ইয়ে করেন?

উত্তরদাতা:আমি নিজেই যাই। আমি নিজে যাওয়া ছাড়া ইয়ে করিনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। বুঝতে পারছি। তো যেটা বলতেছিলাম ভাইজান, সেটা হচ্ছে আপনার যে প্রেসক্রিপশন বা মৌখিকভাবে যে প্রেসক্রিপশন দেন, অন্য ঔষধের চেয়ে এন্টিবায়োটিকটাকে বেশী প্রাধান্য দেন যে, অন্য ঔষধ খাওয়ার চেয়ে সরাসরি এন্টিবায়োটিক দিলে মনে হয় জ্বরটা ভালো হয়ে যাবে বা গরুটা সুস্থ হয়ে যাবে। একে বেশী প্রাধান্য দেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক প্রাধান্য দিই বেশী।

প্রশ্নর্কতা:প্রাধান্য দেন? কেন? কিভাবে প্রাধান্য দেন এটাকে?

উত্তরদাতা:মানে আমার একটু ধারনা আছে যে, যেকোন গরুর অসুখই হোক, যেকোন একটা সমস্যাতেই মানে এটাতো আর ইয়ে করা যায়না। এক্সরে করা যায়না বা ইয়ে করা যায়না। এটা হচ্ছে যেকোন একটা সমস্যা থেকে জ্বর উঠে বা যেকোন একটা সমস্যা হোক। যার জন্য এটা এন্টিবায়োটিক ছাড়া কোনদিন কাজ হবেনা। গরুর ঠান্ডা লাগছে, ভিতরে ঠান্ডা লাগছে বা ইয়ে লাগছে, জ্বর আসছে। ঐটা যেকোন কারন হয়ছে। তাহলে এটা এন্টিবায়োটিক ইয়ে করবো। অন্য যেকোন ঔষধই দিই, ঐটা হয়তো একটু দমন করবো। পরক্ষনে আবার ফিইরা আবার আইসা পড়ে। তারজন্য এন্টিবায়োটিক মনে করেন প্রাধান্য এন্টিবায়োটিক মনে করেন দরকারটা বেশী।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। বুঝতে পারছি। অন্য ঔষধের সাথে এন্টিবায়োটিক এর কোন পার্থক্য আছে ভাইজান? সাধারন ঔষধ এবং এন্টিবায়োটিক এই দুইটার মধ্যে কোন ডিফারেন্স আছে, পার্থক্য?

উত্তরদাতা:পার্থক্য তো থাকবোই।

প্রশ্নর্কতা:কি ধরনের পার্থক্য, একটু যদি খুলে বলেন।

উত্তরদাতা:এটাতো বুঝিয়ে বলতে পারবোনা আমি।

প্রশ্নর্কতা:যে মানে আপনি যতটুক বুঝেন আরকি একটু যদি খুলে বলেন। ধরেন একটা সাধারন ঔষধ দিলেন। আর একটা হচ্ছে এন্টিবায়োটিক।

উত্তরদাতা:মনে করেন সাধারন একটা ঔষধ দিলে ঐটা তো আর কাজ ততটা করবোনা। মানে ঐটার আসল সমস্যাটা, ঐ জিনিসটা দূর করার হলে আপনার এন্টিবায়োটিক দরকার। সাধারন ঔষধ তেমন একটা কিছু না।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে এই দুইটার মধ্যে কি পার্থক্য আছে নাকি নাই?

উত্তরদাতা:পার্থক্য আছে। অবশ্যই আছে।

প্রশ্নর্কতা:কোনটা ভালো বলতেছেন বা পাওয়ারি

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:মানে পাওয়ারের দিক দিয়ে কোনটার পাওয়ার বেশী?

উত্তরদাতা:পাওয়ারের দিক দিয়ে

প্রশ্নর্কতা:সাধারন ঔষধ নাকি এন্টিবায়োটিক? কোনটার পাওয়ার বেশী?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক এর পাওয়ার বেশী বলা চলে। এন্টিবায়োটিক পাওয়ার বেশী। যেমন জ্বর একটা ইনজেকশন দিলাম। ঐটা জ্বর ছাড়ায় পাঁচ মিনিটে। ঠিক আছে। কিন্তু ঐটার ক্ষমতা তো ঐটুকুই। ঐ মনে করেন দিলাম, সকালে দিলাম বিকালে শেষ। আর এন্টিবায়োটিক মনে করেন একবারে পুরা ভালো করে ফেলবে। তাহলে এটার ইয়ে বেশী না? পাওয়ার বেশী।

প্রশ্নর্কতা:জ্বী। আচ্ছা। লোকে কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক চেয়ে থাকে? আপনার কাছে যারা খামারি বা গরু ইয়ের জন্য আসতেছে, ছাগলের। যে ভাইজান আমাকে, ডাক্তার সাহেব আমাকে গরু অসুস্থ বা ছাগল অসুস্থ। আপনি আমাকে এন্টিবায়োটিক দেন। অমুক এন্টিবায়োটিকটা দেন। কোন প্রেসক্রিপশন আনলোনা সে। এরকম আসে নেওয়ার জন্য দোকানে?

উত্তরদাতা:আসে। অনেক সময় আসে যে আমার গরুর এই সমস্যা হয়ছে। কি ঔষধ দিমু? অধিকাংশ সময় তো গরু হয়তো জ্বর আসে নাহয়তো আপনার ঠান্ডা লাগে। এই সমস্ত কারনে বললো বা পেট ফুলছে। এই কয়েকটা সমস্যা আরকি বেশীরভাগ হয়। বললো হয়তো গরুটার পেট ফুলছে। গরু এখন কিছু খায়বার চায়না ক্যা। যখনই কয়, গরু খায়না, পেট ফুলছে। তখন বোঝা যায় গরুর অবশ্যই জ্বর আইছে। গরু যখন একবার খায়না আর নাহয় হজম মন্দা হয়ছে। এরকম বললে পরে বুঝি যে, গরু যখন একবার তখন বুঝি যে, হয়তো গরু তোমার জ্বর আইছিল। এরপর হজম বন্ধ হয়ছে। হজম বন্ধ হলে খাওয়া বন্ধ হয়। আর জ্বর হলে গরু খাওয়া বন্ধ হয়। তাছাড়া তো আর গরু খায়।

প্রশ্নর্কতা:না। আমি যেটা বলতেছিলাম ভাইজান, সেটা হচ্ছে আপনার দোকানে একজন ধরেন আমার গরুর খামার আছে। দশটা গরু আছে। আমি এসে বললাম যে, ডাক্তার সাহেব, আমার গরুর এই এই সমস্যা। আমি একটা ডাক্তার দেখায়ছিলাম। এই আমার প্রেসক্রিপশন। আমাকে এন্টিবায়োটিক দেন। একটা হচ্ছে যে আমি প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসলাম। আর একটা হচ্ছে যে আমি প্রেসক্রিপশন ছাড়াই আসছি। এসে বললাম যে আমাকে অমুক এন্টিবায়োটিকটা দেন।

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:এরকম আসে কিনা?

উত্তরদাতা:না। ঐ ধরনের আমার কাছে কেউ চায়না।

প্রশ্নর্কতা:প্রেসক্রিপশন ছাড়া এসে অমুক

উত্তরদাতা:না। প্রেসক্রিপশন ছাড়া আসলে পরে শুধু কৃমিনাশক ঔষধ চায়। পেট ফুলছে, স্যালাইন দেন।২০:০০

প্রশ্নর্কতা:এগুলা চায়?

উত্তরদাতা: আবার গরু হালকা জ্বর আইছে। ট্যাবলেট দাও। এইটুকুই। এন্টিবায়োটিক কেউ চায়না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এন্টিবায়োটিক কেউ চায়না।

উত্তরদাতা:জ্বর আইলে পরে কয় জ্বরের ট্যাবলেট দাও। আর কৃমি নাশক হলে পরে কৃমির ট্যাবলেট দাও। আর গরু পেট ফুললে আর না খায়লে পরে রুচি বাড়ানোর লাইগা স্যালাইন দাও। এই পর্যন্তই। এন্টিবায়োটিক কেউ চায়না।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি মুখে মুখে মানে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করেন? আপনি যেহেতু প্রেসক্রিপশন দেননা, মুখে মুখে বলেন এন্টিবায়োটিক যে কি খায়তে হবে?

উত্তরদাতা:না। মুখে মুখে কোন এন্টিবায়োটিক আমি দিইনা।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এই এন্টিবায়োটিকটা কিভাবে দেন?

উত্তরদাতা:ঐযে আমি গরু যাইয়া দেখি।

প্রশ্নর্কতা:দেখেন।

উত্তরদাতা:দেখে তারপর

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। বুঝতে পারছি। আমি এখন যেটা জানতে চাচ্ছিলাম ভাইজান, সেটা হচ্ছে ঝুঁকি বিষয়ক কিছু প্রশ্ন। যেমন ধরেন সেটা হচ্ছে আপনি কি মনে করেন এন্টিবায়োটিকগুলো রোগপ্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভুমিকা পালন করে?

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক যেটা দিচ্ছেন।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কেন মনে করেন যে কি উপায়ে এটা কিভাবে মানে কাজ করে? এন্টিবায়োটিকটা শরীরে ঢুকলো ধরেন একটা গরুর। ঢুকার পরে কি করে? কিভাবে কাজ করে?

উত্তরদাতা:কিভাবে

প্রশ্নর্কতা:মানে ভিতরে ঢুকে একটা তো কাজ আছে অবশ্যই। গরুটা যেহেতু সুস্থ হচ্ছে। তাহলে কি করতেছে সে ঢুকে?

উত্তরদাতা:কি করতেছে মনে করেন যেখানে ইনফেকশনটা আছে, যেকোন ইনফেকশন আছে, ঐখানে যেয়ে ঐটারে আক্রমন করে। আক্রমন করে জিনিসটারে আস্তে আস্তে সারিয়ে উঠে।

প্রশ্নর্কতা:সারিয়ে ফেলে। তাহলে আক্রমন করতেছে মানে যারা বিরুদ্ধে আক্রমন করতেছে ঐ জিনিসটা কি আসলে? কার বিরুদ্ধে আক্রমন করতেছে?

উত্তরদাতা:ঐটা ভিতরে যেকোন সমস্যা থাকে আরকি।

প্রশ্নর্কতা:মানে কি কারনে সাধারনত রোগগুলা হয়?

উত্তরদাতা:অনেক বেশী অনেক সময় দেখা যায় আপনার একটা গরু মনে করেন অত্যধিক কৃমি হয়ছে। অত্যধিক কৃমি থেইকা মনে করেন পেটের ভিতর ঘাও কইরা ফেলায়ছে। ছিদ্র ছিদ্র করে ফেলায়ছে। ঘাও বেশী এরকম করে ফেললে পরে এন্টিবায়োটিক দিলে পরে ঐ এন্টিবায়োটিক যাযয়া ঘাওটা সারায়লে পরে মনে করেন গরু, ঐটা কিন্তু যখন গরু একটু ইয়ের মধ্যে ঘা কইরা ফেলায় তখন কিন্তু জ্বর কিন্তু বারবার উঠে। যতই ইয়ে করি কিন্তু যতক্ষন পর্যন্ত ঐ ভিতরের ঘা টা না সারাবো ততক্ষন পর্যন্ত হের জ্বর সারবোনা।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু কৃমি তো রয়ে গেল। ঘা শুকালো কিন্তু কৃমি

উত্তরদাতা:কৃমি তো মারা গেল। কৃমিটাকে মারতে হবে। কৃমি মারার পরেও অনেক সময় কৃমি মারলে পরেও অনেক সময় জ্বর উঠে। আরো বেশী উঠে। যখন ঐ যে মনে করেন আমরা এন্টিবায়োটিক দিলাম, তখন ঐ এন্টিবায়োটিক ঐ ঘা টা শুকায়ে দিবো। তারপরে

প্রশ্নর্কতা:তাহলে একটা কাজ করতেছে। ঘা টা শুকায় দিতেছে। জ্বরটা হয়তো ভালো করতেছে বলতেছেন।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এছাড়া আর কিভাবে কাজ করে? আর কি করে? একটা হচ্ছে একটু আগে বলছেন ইনফেকশনটা ভালো করতেছে। আর কি করতেছে এন্টিবায়োটিক ঢুকে শরীরে? মানে এটা আপনার অভিজ্ঞতা। আজকে দশ বারো বছরের অভিজ্ঞতা। সেখান থেকে যদি একটু বলেন।

উত্তরদাতা: ঐরকম অভিজ্ঞতা তো করা হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো মানে কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এটা কাজ করে এন্টিবায়োটিকটা? যেমন একটা বললেন ইনফেকশন। একটা মানে ঘা। এটার বিরুদ্ধে কাজ করে। জ্বরের বিরুদ্ধে কাজ করে এন্টিবায়োটিক। আর কয়েকটা রোগ বলতে পারবেন যে, এই রোগের বিরুদ্ধে এন্টিবায়োটিক কাজ করে মানে এন্টিবায়োটিক দিলে রোগটা ভালো হয়ে যায়। এরকম কয়েকটা

উত্তরদাতা যেমন ইয়ের ভিতর ঘা আছে। তারপর এমনে কোন ব্যথা ট্যাথা পায়

প্রশ্নর্কতা:ব্যথার জন্য কাজ করে।

উত্তরদাতা:ব্যথার জন্য কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা:আর?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক বলতে তো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা:জ্বী। কয়েকটা যদি বলেন আরকি। মানে আপনি তো

উত্তরদাতা:মনে আসতেছেনা।

প্রশ্নর্কতা:প্রতিটা বলতে কয়েকটা রোগ আরকি যেমন, কয়েকটা রোগ যেমন, ইনফেকশন বললেন। ব্যথা বললেন। জ্বর বললেন।

উত্তরদাতা:যেমন মনে করেন রোগতো মেইন রোগ কয়েকটা রোগ মাত্র। যেমন একটা আমরা কই, তরকা।

প্রশ্নর্কতা:তরকা।

উত্তরদাতা:আর একটা হলো বাদলা। যেমন তরকা হলে পরে ঐটা এন্টিবায়োটিক এ ইয়ে হয়না। এটা যখন তখন হয়, যখন তখন মারা যায়। এটা শতকরা দুই একটা টিকে। তবে বাদলা একটা রোগ আছে। এই জিনিসটা মনে করেন এন্টিবায়োটিক না দিলে পরে মানে এন্টিবায়োটিক দিতে হবে সাথে সাথে। যখন অসুখ হয়বো সাথে সাথে এন্টিবায়োটিক দিলে জিনিসটা থামবে। টান ধরে তারপর আস্তে আস্তে ঐ জিনিসটারে মনে করেন, ঐ জায়গা টা পঁইচা যায়, তাও ঐ জায়গাটা মনে করেন আপনার ঐ এন্টিবায়োটিক আস্তে আস্তে শুকায় ইয়ে করে আনে।

প্রশ্নর্কতা:মানে বাঁচে?

উত্তরদাতা:হ্যা?

প্রশ্নর্কতা:গবাদি পশু বাঁচে? গরু?

উত্তরদাতা:বাঁচে।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক দিলে বাঁচে?

উত্তরদাতা:বাঁচে।

প্রশ্নর্কতা:এটা কোন রোগের ক্ষেত্রে বলছেন?

উত্তরদাতা:বাদলা।

প্রশ্নর্কতা:বাদলা। আর একটা তরকা বলছেন।

উত্তরদাতা:তাছাড়া মনে করেন ইনজেকশনকরলে কিছু----২৩:৫৫ ঐটা কিন্তু কাইটা দিতে হয়। যে জায়গায় অসুখটা হয় সাথে সাথে কাইটা দিতে হয়। কাইটা না দিলে --

প্রশ্নর্কতা:মানে কেটে দিলে একবারে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হয় এটা?

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা কোনটা কেটে দিতে হবে?

উত্তরদাতা:গরু যে জায়গায় অসুখটা হয়, ঐটাতো মনে করেন এই কথা বলতেছেন। এই দশ পাঁচ মিনিট,হঠাৎ করে একটা গরু ভালো গরু, হঠাৎ করে এই অসুখটা হলো। হঠাৎ অসুখ তীব্র জ্বর উঠলো। তীব্র জ্বর উঠে এই এক দুই ঘন্টার মধ্যে গরু পড়ে গেল। মানে যদি যখন তখন চিকিৎসা দেওয়া যায়, তাহলে ভালো হবে। যখন তখন চিকিৎসা না দিলে চব্বিশ ঘন্টা টিকে কত কত গরু, তারপরও অনেকগুলো দেখা যায় যে একটু সময় ওভার হয়ে গেলে আর টিকেনা। তার জন্য যখন তখন চিকিৎসা দিতে হয়। ইনজেকশন দিবেন, সাথে জায়গাটা কাইটা দেওন লাগবো। কাইটা দিলে বাইরে যখন ইয়ে পায়বো তখন ঐ জীবানুটা ধ্বংস হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:মানে ঐ জায়গাটায় যে জায়গাটায় পঁচন বা সমস্যা হয়ছে বলছেন, ঐ জায়গায় কেটে দিতে হবে?

উত্তরদাতা:ঐ জায়গায়।

প্রশ্নর্কতা:কেটে দিলে বাইরের কি পাচ্ছে?

উত্তরদাতা:বাইরে বাতাস পাইলে পরে ঐ জিনিসটা ঠান্ডা হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে এই রোগগুলো ভালো বলতেছেন, এন্টিবায়োটিক অনেকগুলা বললেন। এরছাড়া কি ভাইজান আর দুই একটা বলতে পারবেন রোগের কথা। আর কোন রোগের ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক কাজ করে মানে এন্টিবায়োটিক দিলে রোগটা ভালো হতে সাহায্য করে?২৫:০০

উত্তরদাতা:আপনার ইয়ের জন্য। প্রচুর ঠান্ডা লাগছে।

প্রশ্নর্কতা:ঠান্ডা।

উত্তরদাতা:প্রচুর ঠান্ডা লাগছে। ঠান্ডার সাথে মনে করেন আপনি এন্টিবায়োটিক না দিলে ঐ ঠান্ডাটা ইয়ে হয়বোনা। ঠান্ডায় খাওয়ান লাগবো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এইযে মানে এন্টিবায়োটিক তো আসলে অনেক গ্রুপ আছে। কোন গ্রুপের ঔষধগুলো সবচেয়ে ভালো কাজ করে বলে আপনি মনে করেন এন্টিবায়োটিক? অনেক তো গ্রুপ আছে এন্টিবায়োটিক এর। কোন গ্রুপের ঔষধটা এন্টিবায়োটিক হিসাবে ভালো কাজ করে?

উত্তরদাতা:আমার তো অতটুকু জানা নাই। তবে সেফটিএক্সন গ্রুপ

প্রশ্নর্কতা: সেফটিএক্সন গ্রুপ। আচ্ছা আর?

উত্তরদাতা:ভালো।

প্রশ্নর্কতা:একটা গ্রুপ আর কোন গ্রুপ কি আছে ভাইজান? আচ্ছা। এখন যে বিষয়টা জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, এই শব্দটা শুনছেন না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এটা আসলে বলতে মানে কি বুঝেন, আপনি যদি একটু আমাকে খুলে বলেন।

উত্তরদাতা:আমি শুনলামই কিবা

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স আমরা বলিনা? যে ঔষধ খেলে রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাবে।

উত্তরদাতা:রিএকশন

প্রশ্নর্কতা:রিএকশন তো হচ্ছে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। রেজিস্ট্যান্স, আমরা বলি না যে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে। যে রেজিস্ট্যান্স, আমরা বলি না?

উত্তরদাতা:আমি বুঝলাম না।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, এটা আপনি বুঝতেছেন না? আচ্ছা। মানে ধরেন, একটা ইয়েকে আপনি একজন খামারি আসলো। তাকে আপনি ইয়ে দিলেন। সাতদিনের জন্য বা পাঁচদিনের জন্য এন্টিবায়োটিক দিলেন। আপনি নিজেই গেলেন। বাড়িতে গিয়ে গরুটাকে দেখে পাঁচদিনের জন্য তাকে এন্টিবায়োটিক দিলেন। যে প্রতিদিন আপনি দুইটা করে বারো ঘন্টা পরপর দুইটা করে এন্টিবায়োটিক খাওয়াবেন। এভাবে পাঁচদিনে দুইটা করে দশটা ট্যাবলেট আপনি খাওয়াবেন। সে হয়তো দেখা গেল যে গরীব মানুষ। তিনদিন খাওয়ায়য়া, তিনদিনে ছয়টা খাওয়ায়য়া আর চারটা খাওয়ালোনা। এইযে চারটা খাওয়ালোনা, তাহলে কি তার রোগটা ভালো হবে?

উত্তরদাতা:হবেনা।

প্রশ্নর্কতা:ভালো হবেনা। তাহলে কি সমস্যা হতে পারে ভবিষ্যতে তার?

উত্তরদাতা:ঐটা আস্তে আস্তে অসুখটা আরো বাড়বে।

প্রশ্নর্কতা:সে যে কোর্স কমপ্লিট করলোনা

উত্তরদাতা:কোর্স না করলে এটা ফিরে আবার ইয়ে হয়বো। সমস্যা বেশী হবে।

প্রশ্নর্কতা:সমস্যা বেশী হবে? মানে সমস্যাটা কি হবে নাকি হবেনা?

উত্তরদাতা:না, হবে। সমস্যা ইয়ে করে রাখলে মনে করেন একটা গরু আপনার পাতলা পায়খানা হয়ছে। ট্যাবলেট দিলাম খাওয়াবার লাইগা। হয়তো দুইদিন খাওয়ালো। মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল। মানে পুরা ঠিক হয়লোনা। ঐভাবে রাখলে পরে ঐটা আস্তে আস্তে আবার এরকম। তো এরকম মনে করেন একটা গরু আপনার খাওয়ার বেশীরভাগ আমরা অবশ্য খাওয়ার জন্য দিইনা আরকি এন্টিবায়োটিক। বেশীরভাগ ইনজেকশন

প্রশ্নর্কতা:ইনজেকশন

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক খাওয়ার খুব একটা কাজ হয়না। কাজ হয়না। যার জন্য নিজেই ইয়ে করি। আর এইযে একটা কথা বললাম, যে মনে করেন একটা গরু হয়তো জ্বর টর আইছে, হয়তো ইয়ে টিয়ে দিলাম। এন্টিবায়োটিক খাওয়া, এই এটা খাওয়াও---২৭:৭০ তারপরও মনে করেন খাওয়ানোর পরে কিছু মোটামুটি ভালো হয়লো। ঐ অবস্থায় রেখে দিল। ঐটা আস্তে আস্তে অসুখটা মনে করেন ধীরে ধীরে এমন বাড়া বাড়বো পরবর্তী সময়ে আপনি হায়ার এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে আপনি সহজে ভালো করা যাবেনা।

প্রশ্নর্কতা:এটাতো ভয়ের কথা।

উত্তরদাতা:পরবর্তীতে জিনিসটা যখন বাড়তি হয়ে যায়গা, বইয়া যায়গা, তখন আবার ইয়া না, সমস্যা হবে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এটা থেকে বাঁচার উপায় কি তাহলে? রোগটা যাতে আরো না বাড়ে এজন্য কি করতে হবে তাকে?

উত্তরদাতা:যাতে না বাড়ে তার জন্য আমি নিজেই আরকি, মনে করেন একটা গরু আমি প্রত্যেকটা আরকি যখন একটা গরু ঔষধ দিলাম। আমি বলি যে, যদি ভালো না হয়, তাহলে আমাকে জানাবে। আর তাছাড়া পুরা ইয়া তো আমার প্রানী করি। যেকোন সময় হয়তো দেখা হলো। যে গরু এরকম হয়ছে। আবার গিয়ে সাথে নিয়ে দেইখা ঔষধ দিলাম।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে ঐ রোগটা যাতে আর বেড়ে না যায়, আপনি যে বললেন অনেক বেড়ে যেতে পারে। পরে এন্টিবায়োটিক আর কাজ করবেনা। এটা যাতে না হয়, ঐজন্য খামারি কি কাজ করতে পারে? কি পদক্ষেপ নিতে পারে?

উত্তরদাতা:খামারি তো মনে করেন সময় দিইনা। মনে করেন বলি যদি একদিনের বা দুইদিনের ঔষধ দিলাম। ভালো না হলে তাড়াতাড়ি আবার এসে আমাকে জানিও।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি

উত্তরদাতা:আমিই দিই।

প্রশ্নর্কতা:নিজেই?

উত্তরদাতা:নিজেই দিই।

প্রশ্নর্কতা:মানে দেওয়ার সময় আপনি অল্প করে দেন নাকি ফুল কোর্স দেন? এন্টিবায়োটিক তো একটা কোর্স, আমরা বিভিন্ন সময় শুনি। ডাক্তাররা বলে যে, কোর্স কমপ্লিট করবেন। আপনি কি তাহলে অল্প করে দিচ্ছেন নাকি পুরাটা দিচ্ছেন?

উত্তরদাতা:আমি বললাম আমিে কান এন্টিবায়োটিক ইয়ে টিয়ে আমি দিইনা। আমি নিজে যাযয়া যা প্রয়োজন পড়ে, আমি নিজে যেয়ে দিই সব।

প্রশ্নর্কতা:নিজে যেয়ে দেন?

উত্তরদাতা:নিজে দিই।

প্রশ্নর্কতা তো একবার দেখে আপনি মনে করলেন যে আি পাঁচদিনের জন্য দিলাম। তাহলে পাঁচবারই কি আপনি যান তার বাড়িতে?

উত্তরদাতা:পাঁচবারই যেতে হয়। যখন একটা জিনিস বারবার, বললাম যে প্রথম একদিন দুইদিন গেলাম। দেখলাম যে গরুটার জ্বর আছে। তো জ্বর আছে, গিয়ে হয়তো একদিনে মনে করেন ইনজেকশন দিয়ে থুই আইলাম। এন্টিবায়োটিক বা ইয়ে জ্বরের ইনজেকশন, এগুলা দিয়ে থুয়ে এলাম। দিয়ে আসার পরে শতকরা নব্বইটা ভালো হয়ে যায়। হঠাৎ দুই একটার মধ্যে ----২৯:১৮ । ইনজেকশন দিই। ধরেনা। কয়েকদিন বা দুইদিন ধরে বলে যে, না, এই ঔষধে কাজ হবেনা। তারজন্য আবার বাধ্য হয়ে হায়ার এন্টিবায়োটিক যখন দুইদিন দিয়ে দিই, ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যায়। যদি বাই চান্স কোন একটার মধ্যে ঠেইকা যাই. তখন আপনার এইযে টিএলও আছে। আমার উপরের ইয়ে আছে। এদের জানাই যে স্যার, এই এই অবস্থা। এটা আমি পারতেছিনা।

প্রশ্নর্কতা:তখন উনারা কি করেন? ফোনে যখন জানায়লেন, উনি কি কিছু বলে তখন?

উত্তরদাতা:হ্যা বলে।

প্রশ্নর্কতা:কি বলে?

উত্তরদাতা:বলে যে হয়তো না দেখা ছাড়া কেমনে হয়তো জটিল কিছু তখন উনি ---২৯:৪৭ । নাহয় তাহলে পরে বইলা দেয় যে এটা করো।

প্রশ্নর্কতা:আপনাদের বুদ্ধি পরার্মশ দেয় উনারা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:মানে সবসময় কি এটা করে? যখন ফোন দেন বুদ্ধি পরার্মশ দেয় সবসময়?

উত্তরদাতা:দরকার অতোটা পড়েনা। ইনশাল্লাহ মনে করেন শতকরা দুই একটার মধ্যে গিয়ে বাজি। বুঝছেন? তাছাড়া তো আর সহজে

প্রশ্নর্কতা:না। অনেক বছরের অভিজ্ঞতা।৩০:০০

উত্তরদাতা:আমি একটা প্রশ্ন আপনাকে করছিলাম। যে একটা বেলায় গিয়ে আমি অক্ষম হয়ছিলাম। এটা কিন্তু আমাদের কোম্পানির যে ইয়ে ছিল --- একটা গরুর পেট ফুলছে। একটা গরু পেট ফুইলা প্রচুর পরিমান পেট ফুইলা ইয়ে হয়ে রয়ছে, আইটকে রয়ছে। ঐটা ঔষধ খাওয়াইলাম। স্যালাইন খাওয়ালাম, ভমিভেট খাওয়ালাম, অনেক কিছুই খাওয়ালাম। কিন্তু জিনিসটা পেট ফুলে ইয়েটা আটকাই রয়েছে কমপক্ষে এক বিঘা। এক বিঘা, ঔষধ খাওয়ালাম। ঔষধ খাওয়াতে খাওয়াতে জিনিসটা নরম করতে সময় লাগবে অন্তত সাতদিন। তাহলে ঐ জিনিসটা আমি কিভাবে ভালো করুম। বুঝছেন? ঐটার সময় ঔষধের কাজ করতে লাগবে সাতদিন। কিন্তু গরুর মেয়াদ আছে মাত্র ঠিকমতো দুইদিন। এরকম অবস্থা আর পাইনি।

প্রশ্নর্কতা:পান নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি উনাদের সাথে যোগাযোগ করছেন যারা পশু সর্ম্পকিত কর্মকর্তা বা যারা

উত্তরদাতা:প্রথমে তো গরু এটা আপনার কোন ইয়া এখনো পর্যন্ত

প্রশ্নর্কতা:আমার মনে হয় আপনি উনাদের সাথে আরেকবার যোগাযোগ করে অথবা ঐখানে সরাসরি যেতে পারেন। যেয়ে কথা বললে আমার মনে হয় সমাধান একটা পাবেন নিশ্চয়। এটা তো একটা জটিল ইয়ে। ভাইজান, আমরা আগায় তাহলে। কি ধরনের এন্টিবায়োটিক, কি কারনে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়? মানে আপনি তো এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এই শব্দটা কি শুনছেন কোথাও? শুনেন নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তো এখন সঠিক নিয়মে যদি কেউ এন্টিবায়োটিক না খায়, তাহলে তার কি কি চ্যালেঞ্জ হতে পারে? যেমন, কয়েকটা চ্যালেঞ্জ আপনি বললেন যে রোগটা আবার হবে। এবং হয়তো ভালো হবেনা। আরো পাওয়ারি এন্টিবায়োটিক বা ঔষধ লাগবে। এটা বললেন। আর কোন সমস্যা হতে পারে? যদি সঠিক নিয়ম মাফিক এন্টিবায়োটিক আপনি দিলেন, সে খায়লোনা। খামারি গরুকে খাওয়ালোনা বা ছাগলরে খাওয়ালোনা। তাহলে আর কি সমস্যা হতে পারে? কয়েকটা সমস্যা কি বলতে পারবেন।

উত্তরদাতা:সমস্যা মনে করেন অসুখটা বাড়তি হয়বো আরকি বেড়ে যায়বো।

প্রশ্নর্কতা:বেড়ে যাবে। এটা একটা সমস্যা। আর কোন সমস্যা? শেষ পরিনতি কি হতে পারে মানে গরু আর ছাগলের এই এন্টিবায়োটিক যদি কোর্স কমপ্লিট না করে? বা আপনার কথামতো সে যদি ইয়ে না করে?

উত্তরদাতা:অসুখ বাড়তে বাড়তে নি:শেষ হয়ে যায়বোগা আরকি।

প্রশ্নর্কতা:নি:শেষ। মৃত্যু বলতেছেন?

উত্তরদাতা:তাইতো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে এখন একটু নীতিমালা নিয়ে ভাইজান কয়েকটা প্রশ্ন আরকি জিজ্ঞেস করতে চাই। বলেন। আপনি কি মানে প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক বিক্রি করেন মানে কেউ আসলো। আমার এই এন্টিবায়োটিক দেন, বললো। কোন প্রেসক্রিপশন নাই তার কাছে। একজন খামারি আসলো বা গরুর মালিক আসলো, ছাগলের মালিক। তখন কি আপনি তাকে এন্টিবায়োটিক দেন?

উত্তরদাতা:না। এন্টিবায়োটিক দিইনা।

প্রশ্নর্কতা:দেন না। আচ্ছা। মানে আপনি বলতেছেন নিজে যান। এটা একটা কারন। আর কোন কারন আছে? যে কেন দিচ্ছেন না?

উত্তরদাতা:না। ঐ ধরনের কোন এন্টিবায়োটিক আমার কাছে মনে করেন শুধু একমাত্র ঘাও শুকানোর জন্য কিছু এন্টিবায়োটিক রাখি। বুঝছেন? অথবা হয়তো কেটে গেছে বা এই ধরনের এন্টিবায়োটিক ট্যাবলেট রাখি। এইটুকুই আরকি। ঘাও টাও শুকানোর জন্য। আর অন্য কোন এন্টিবায়োটিক রাখিনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। সাধারন ঔষধ বিমেষ করে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার পর্যবেক্ষন করে এমন কোন পর্যবেক্ষক বা নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা আপনার এখানে সর্ম্পকে কি আপনি জানেন? ড্রাগ সুপার বা সরকারি কিছু অফিস আদালত আছে, যারা এইযে আপনি ঔষধ দিচ্ছেন, এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন বা ঔষধ দিচ্ছেন। এটা দেখভাল করার জন্য মাঝেমধ্যে কি আসে? কোন অফিসের নাম জানেন, এরকম চিনেন কোন অফিস?

উত্তরদাতা:না। উপজেলা থেকে মনে হয় আসছিল।

প্রশ্নর্কতা:কিসের অফিস এটা, কি অফিস?

উত্তরদাতা:অফিস না তো। আমাদের ঔষধের ইয়ের মতোই আরকি এক মহিলা অফিসার আছে।

প্রশ্নর্কতা:মহিলা?

উত্তরদাতা:মহিলা এক অফিসার মনে হয় আছে মির্জাপুরে।

প্রশ্নর্কতা:মির্জাপুরে। উনি কি, কোন পজিশনে আছেন?

উত্তরদাতা:আমি বলতে পারবোনা।

প্রশ্নর্কতা:মহিলা?

উত্তরদাতা:আমার সাথে দেখা হয়নি কোনদিন।

প্রশ্নর্কতা:আসছিল দোকানে কোন সময়?

উত্তরদাতা:আমার দোকানে আসে নাই। তবে বাজারে আসে বলে শুনছি।

প্রশ্নর্কতা:ঔষধ ঔষধ এগুলা দেখার জন্য, দোকান ঔষধের দোকান দেখার জন্য কোন অফিস থেকে আসে?

উত্তরদাতা:আসে।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোন অফিস এটা?

উত্তরদাতা:মির্জাপুরে।

প্রশ্নর্কতা:মির্জাপুরে মানে

উত্তরদাতা:উপজেলা থেকে আসে।

প্রশ্নর্কতা:উপজেলা?

উত্তরদাতা:মির্জাপুর উপজেলায় আছে।

প্রশ্নর্কতা:উপজেলা থেকে আসে। উনি কি প্রানী বিষয়ক নাকি আলাদা?

উত্তরদাতা:মনে হয় প্রানী বিষয়ক । ঐযে কিছুদিন আগে আয়ছিলেন না, এর আগে এক মহিলা আসছিল, তখন দেখছি প্রত্যেক দোকানে দোকানে চেক করছে?

প্রশ্নর্কতা:উনি কি চেক, কি দেখছে?

উত্তরদাতা:এই দোকানে কি কি ঔষধ, কি কি মালপত্র রাখে। এগুলা চেক করছে। আবার ঐদিন শুনলাম আমাদের যে ঔষধের ইয়ে আছিল, কারা আসছিল আমি জানিনা। আমাকে বললো যে, ঐযে ... ডাক্তার ইয়ে আইছিল।

প্রশ্নর্কতা:তো আচ্ছা এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সাথে সর্ম্পকিত এমন কোন সরকারি নীতিমালা সর্ম্পকে জানেন যে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে গেলে কিছু দিক নির্দেশনা বা নীতিমালা তো নিশ্চয় আছে। কি কি নীতিমালা আছে, সরকারের নীতিমালা আছে। কিছু শুনছেন কারো কাছে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:কিছু শুনেন নাই? আচ্ছা আপনি কি মনে করেন এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য একটা নীতিমালা সরকারি নীতিমালা অথবা যেকোন একটা নীতিমালা বা দৈনিক নৈতিক আচরনবিধির প্রয়োজন আছে?

উত্তরদাতা:আছেই তো।

প্রশ্নর্কতা:কেন? কেন প্রয়োজন মানে এটা থাকলে লাভটা কি?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক, লাভ, জানা থাকলে ভালো আরকি।

প্রশ্নর্কতা:ভালো? মানে কি সুবিধা হবে আপনাদের? একটা নীতিমালা থাকলে কি সুবিধা?

উত্তরদাতা:অনেক কিছু জানা থাকবে আরকি যে কিভাবে নীতিমালা, কিভাবে, জানা থাকলে অনেক সুবিধা না?

প্রশ্নর্কতা:অনেক সুবিধা। না? আচ্ছা। আপনি কি মনে করেন কিছু ব্যবসায়ী আছে যারা অযৌক্তিকভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে যে মানে এন্টিবায়োটিক হয়তো দরকার নাই। কিন্তু সে এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছে। এরকম কেউ আছে, কোন দোকানে কেউ করে? আপনি কি জানেন? হয়তো একটা সাধারন ঔষধ দিলে হইতো। কিন্তু সে মনে করতেছে যে আমি এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিই। তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। বা আমি একটু আর্থিকভাবে লাভবান হইলাম। এরকম কি কেউ আছে?

উত্তরদাতা:কিছুদিন আছিল ঐরকম। কিছুদিন এই ঔষধ কোম্পানি কিছু দোকানে বুঝছেন, এরকম কিছু ঔষধ দেওয়া শুরু করছিল। পরে আমরা মনে করেন এরকম ঔষধ এরকম আবোল তাবোল দিয়া দিছে। দিয়া গেলে পরে হেরা বেইচা আমাদের সমস্যা করে। তাগো একটা, যার জন্য এখন দেখিনা আরকি। আগে দিতো আরকি।

প্রশ্নর্কতা:এটা কতদিন আগের ঘটনা? মানে কতদিন আগে দিছিল।

উত্তরদাতা:এইতো দুই চার ছয় মাস আগে আরকি। তখন এরা বিভিন্ন দোকানে বিভিন্ন ঔষধ দেওয়া শুরু করছিল। বুঝছেন। পরে আমরা অনেকে বলছি যে এরকম বিভিন্ন দোকানে যদি এরকম ঔষধ দেন তাহলে আমরা আপনাগো ঔষধ নিমুনা। যে কোম্পানি আসছে ওরে বলছি। যে আপনার ঔষধ যদি এই দোকানে দেন, এই মনিহারি দোকান, এই দোকানে যদি ঔষধ দেন, তাহলে আপনার ঔষধ আর আমরা নিমুনা। এরকম ভাবে বলে বাদ দিছিলাম।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন মানে ঔষধ বিক্রেতা বা এরকম আছে যারা হচ্ছে যে ধরেন মানে এন্টিবায়োটিক দরকার নাই, এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছে। মানে গবাদি পশুর ক্ষেত্রে ছাগলের ক্ষেত্রে এরকম?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এরকম আপনার জানা নাই? তো মানে আপনি কি মনে করেন যে রোগীর লাভের চেয়ে মানে যিনি ঔসধ বিক্রি করতেছেন তার লাভের জন্য প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখা হতে পারে? এমন কেউ আছে হয়তো খামারির বা ঔষধের দোকান, গরুর খামারির এন্টিবায়োটিক এর দরকার নাই। কিন্তু যিনি ঔষধের দোকান, সে মনে করতেছে,(উত্তরদাতা ফোনে কথা বললেন) আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে সেটা হচ্ছে যে, হয়তো খামারির বা যিনি গবাদি পশু ইয়ে করতেছেন, পালতেছেন। গরুর মালিক বা ছাগলের মালিক। উনার দেখা যাচ্ছে যে এন্টিবায়োটিক এর প্রয়োজন নাই। যে রোগটা হয়ছে, ঐটার জন্য এন্টিবায়োটিক এর প্রয়োজন নাই। কিন্তু যিনি ঔষধ বিক্রি করতেছেন এরকম আপনাদের দোকানের মতো দোকানে। সে মনে করতেছে যে আমি এন্টিবায়োটিক যদি বিক্রি করি তাহলে আমি আর্থিকভাবে একটু লাভবান হলাম। এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিই। এরকম আছে কেউ? করে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনার ধারনা আরকি, ধারনা?

উত্তরদাতা:না। এখানে কোন নাই। এরকম ইয়ে নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর আপনি কি ভাইজান, ভোক্তার অধিকার সর্ম্পকে শুনছেন? ভোক্তা মানে আমরা প্রত্যেকেই ভোক্তা। প্রতিটা জিনিস আমরা ক্রয় করতেছি, কিনতেছি, ভোগ করতেছি। আমরা ভোক্তা। যে প্রতিটা মানুষের ভোক্তা হিসাবে যে কনজিউমার, আমরা যে জিনিস ব্যবহার করতেছি, এই ভোক্তার হিসাবে আমাদের একটা অধিকার আছে। রাইট আছে। এটা কি আপনি জানেন? কনজিউমার রাইট বলে। যে ভোক্তার অধিকার, আমার একটা অধিকার আছে ঔষধ কেনার, এটা শুনছেন আপনি কোথাও কারো কাছে?

উত্তরদাতা:না। শুনি নাই। তবে অধিকার আছে, এটাতো সত্য।

প্রশ্নর্কতা:এটাতো সত্য। আচ্ছা। তো মানে এই বিষয়টা কি সঠিক কিনা, ঠিক কিনা আসলে?

উত্তরদাতা:সঠিক।

প্রশ্নর্কতা:সঠিক? আচ্ছা। একটি ব্যবস্থাপত্রে প্রেসক্রিপশনে যাতে সঠিক ব্যবহার মানে যথাযথভাবে পরার্মশ লেখা হয় এন্টিবায়োটিক, একটা প্রেসক্রিপশনে তার জন্য কি কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? ধরেন একটা প্রেসক্রিপশন, ডাক্তার যে লিখতেছে এখানে কি কি ধরনের বিষয়গুলো উল্লেখ করা উচিত বা কি ধরনের প্রেসক্রিপশনটা লিখলে ভালোভাবে হয় বলে আপনি মনে করেন? কি কি থাকবে একটা প্রেসক্রিপশনে?

উত্তরদাতা:প্রেসক্রিপশনে তো আমরা যখন একটা ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে সেখানে অবশ্যই এন্টিবায়োটিক লিখবো। যদি তাও তো অসুখের ভিন্ন আছে। হয়তো এমন একটা ঔষধ আছে যে এটা ইসেরও দরকার না, কোন ইয়েও দরকার না। ঐটা হয়তো নাও লাগতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:না। আমি বলতে চাচ্ছি। একটা প্রেসক্রিপশন। এইযে একটা ব্যবস্থাপত্র। এটার মধ্যে ধরেন ঔষধের নাম থাকে, ডোজ থাকে। আর কি কি থাকে? মানে আরো কি কি বিষয়গুলো এখানে অর্ন্তভুক্ত করলে আপনার অভিজ্ঞতা থেকে যদি একটু বলেন যে আরো ভালো হবে জিনিসগুলা? একটা প্রেসক্রিপশনে আমরা সাধারনত দেখি যে ঔষধের নাম লিখে, ঔষধের ডোজ লিখে, লিখে দিল কিভাবে খেতে হবে, বাংলায় লিখে দিল। সিল থাকে। ইয়ে থাকে। আরো কি জিনিস মানে প্রেসক্রিপশনে দিলে ভবিষ্যতে মানে এটা যদি হয় পুরা বাংলাদেশে সব জায়গায় আরো ভালো হবে। কয়েকটা পয়েন্ট যদি আপনি বলেন। কি কি দেওয়া যেতে পারে একটা প্রেসক্রিপশনে? ধরেন এই পাতাটাকে আপনি একটা প্রেসক্রিপশন যদি মনে করেন যে এখানে আমার, ডাক্তাররা তো এখন কি কি দেয় এটা তো আমরা জানি। কিভাবে লিখে। এটা আপনারা জানেন ভালোই।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু আর কি জিনিস সেখানে সংযুক্ত করা যেতে পারে?

উত্তরদাতা:প্রেসক্রিপশন তো মনে করেন যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই লিখবো। আমি যেয়ে বললাম আমার গরুর প্রচুর ঠান্ডা লাগছে, জ্বর আসছে, তখন তার প্রেসক্রিপশনে যা যা লেখা দরকার ঠিক তো তাই লিখবো।

প্রশ্নর্কতা:মানে কি কি এখন লেখে? আর কি কি লেখা যায় নতুন করে? মানে আপনার মতে হচ্ছে যে একটা প্রেসক্রিপশন আপনারা তো প্রায় পান। পাইলে তো ঐখানে তো দেখেন যে ঐখানে ঔষধের নাম আছে, ডোজ আছে। কিভাবে খাবে, সব দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে।

উত্তরদাতা:আছে।

প্রশ্নর্কতা:নাম, সিল, সাপ্পর সব দেওয়া আছে। অনেক জায়গায় হচ্ছে যে হয়তো ঔষধের বিষয়টা উল্লেখ থাকে। ঠান্ডা, জ্বর, ফিবার বামপাশে লেখা থাকে। তো আর কি নতুন জিনিস দেওয়া যেতে পারে প্রেসক্রিপশনে? দিলে অদূর ভবিষ্যতে এটা ভালো হবে? মানে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে বা যিনি খামারি উনার জন্য সুবিধা হবে? কি যোগ করা যেতে পারে?

উত্তরদাতা:আমি বুঝি নাই অতিরিক্ত কি যোগ করা হবে। অতিরিক্ত অঅর কি করা যায়? অতিরিক্ত তো আর কিছু করা যায়না। যা প্রয়োজন তাইতো, হয়তো বরতে পারে কোম্পানি বা কোন ঔষধটা ভালো, এটা হয়তো লিখতে পারে?৪০:০০

প্রশ্নর্কতা:তো ঔষধ লেখার পাশে কি লিখে দিতে বলতেছেন যে এটা ভালো কোম্পানির?

উত্তরদাতা:ভালো কোম্পানিরটাই লিখবো আরকি।

প্রশ্নর্কতা:মানে ভালো ঐ ঔষধটা সে লিখতে পারে। আচ্ছা। কেন ভালোটা লিখলে কি লাভ হবে?

উত্তরদাতা:হু?

প্রশ্নর্কতা:ভালো ঔষধটা লিখলে কি লাভ হবে?

উত্তরদাতা:ভালো ঔষধ লিখলে তো আপনার অসুখটা ঠিকমতো ভালো সারবো।

প্রশ্নর্কতা:যাক, খুব ভালো ইয়ে। আচ্ছা। তো আপনি কি মনে করেন যে ড্রাগ বা ঔষধ কোম্পানিগুলা রোগীদের এন্টিবায়োটিক ব্যবহারকে প্রভাবিত করে? এইযে একটু আগে বলতেছিলেন যে ঔষধ কোম্পানি থেকে বলতেছিল যে আপনারা এই ঔষধগুলা ইয়ে করেন। মানে উৎসাহিত করে এন্টিবায়োটিকগুলা দেন, ড্রাগ কোম্পানি, ঔষধ কোম্পানি যারা আসে, ওরা কি বলে যে বেশী করে এন্টিবায়োটিক লিখেন। এটা কি আপনাদেরকে বলে?

উত্তরদাতা:শুধু এন্টিবায়োটিক নাকি ওরা তো সবটাই মনে করেন ইয়ে করে যে আমার ঔষধ লিইখেন, আমার ঔষধ দিয়েন। এটা মনে করেন শুধু এন্টিবায়োটিক না না, যেকোন ঔষধ আরকি। আমাদের যেকোন ঔষধের কথা কয়। আমার এই ঔষধটা চালু করে দেন, বেশী করে বেচেন বা বেশী করে ইয়ে করেন। এভাবে বলে আরকি সবসময়।

প্রশ্নর্কতা:মানে ওর প্রোডাক্ট সর্ম্পকে, ঔষধ সর্ম্পকে সে বলে? কিন্তু সাধারন ঔষধের চেয়ে এন্টিবায়োটিকটা যাতে একটু বেশী করে বিক্রি করেন, সেল করেন , এই বিষয়ে উৎসাহিত করে, বলে যে আমার এই এন্টিবায়োটিকটা দেন, ইয়ে করেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:ঐভাবে বলেনা। না? আচ্ছা।

উত্তরদাতা:অবশ্য ওরা সব ঔষধ একই রকম দেয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে তারা কি এমনি প্রভাবিত করতে পারে কিনা? আপনার কি মনে হয় যে এন্টিবায়োটিক এর যেহেতু একটু দাম বেশী। সেক্ষেত্রে তারা উৎসাহিত করতে পারে কিনা যে এন্টিবায়োটিকটা দেন? তাহলে তাদের প্রফিট বেশী। ঐটা চিন্তা করে তারা বলতে পারে?

উত্তরদাতা:হু।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। লোকজন এন্টিবায়োটিক নেওয়ার ক্ষেত্রে কোথায় যেতে বেশী পছন্দ করে? ধরেন, এন্টিবায়োটিক ঔষধটা যে নেয়, তারা কি কোন সরকারি হাসপাতাল, উপজেলা ঐযে প্রানী যে সরকারি হাসপাতাল আছে, ঐখানে যেতে বেশী পছন্দ করে নাকি কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যেতে পছন্দ করে নাকি আপনাদের এসব দোকানে আসতে পছন্দ করে তারা?

উত্তরদাতা:তারা আমাদের এখানেই আসতে বেশী পছন্দ করে। হয়তো জটিল কোন সমস্যা হলে তখন অন্য কোন বড় ডাক্তারের সাথে, টিএলএ এর সাথে ইয়ে করে। তাছাড়া ঐখানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষন করেনা। মনে করেন সহজটায় মনে করেন ইয়ে যায়বোনা।

প্রশ্নর্কতা:ঐখানে যাবেনা?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:কেন যাবেনা? মানে ঐখানে গেলে তার

উত্তরদাতা:ঐখানে গেলে তার হয়তো দুইটা টাকা বেশী লাগবো। এরা পয়সা বেশী লাগবো। এছাড়া তো আর বড় ডাক্তার আয়বোনা এখানে। আমাদের দ্বারা তার মনে করেন চলে।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু উনি তো সরকারি ডাক্তার। উনি কি পয়সা নেয়? পয়সা নেয়?

উত্তরদাতা:চিকিৎসা করবো, পয়সা নিবোনা?

প্রশ্নর্কতা:মানে যখন উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তার অফিসে যাবে, ঐটা তো সরকারি অফিস। তখন কি উনারা টাকা নেয়?

উত্তরদাতা:ঐখানে যায়না। এলাকার লোক ঐখানে যায়না।

প্রশ্নর্কতা:যায়না। তাহলে উনাদের থেকে চিকিৎসাটা কিভাবে পায় তারা?

উত্তরদাতা:ঐযে বললাম যে যদি কোন জটিল, একটার খুব জটিল অবস্থা। তখন আমরা নিজেরাই বলি যে তুমি বড় ডাক্তার নিয়ে আসো গা। বা টেলিফোন কর। এটা আমার দ্বারা সম্ভব না। তখন উনারা এসে মনে করেন ট্রিটমেন্ট দিয়ে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:উনাদেরকে এখানে, আসে। এসে এদেরকে ট্রিটমেন্ট দেয়। তখন টাকা পয়সা দিতে হয়?

উত্তরদাতা:তখন টাকা দিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে টাকাপয়সার পরিমানটা কি বেশী নাকি কম ঐটা?

উত্তরদাতা:আগে যে আছিল, এখন বর্তমানে যে আছে উনার সর্ম্পকে জানা তেমন নাই। আগে যে ছিল শামসুর রহমান, খুব ভালো।

প্রশ্নর্কতা:ভালো?

উত্তরদাতা:খুব ভালো। বলার মতো না। আমি একটা গাভী অপারেশন করতে নিয়ে এলাম। আমি এরে বললাম যে কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকার কম হবেনা। বেচারা নিজে তিনহাজার টাকা চায়লো।

প্রশ্নর্কতা:নিজে তিনহাজার?

উত্তরদাতা:নিজে তিনহাজার টাকা চায়লো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা: কইছিলাম ইয়ে কত, কয়, আল্লাহ মাফ করুক। আমি অতিরিক্ত পয়সা খাইনা।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা?

উত্তরদাতা:অতিরিক্ত পয়সা খাইনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:খুব ভালো লোক। ... রহমান। বাড়ি এখানে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। নাম শুনছি আমি উনার। এখন তো উনি রিটার্য়াড করেছেন মনে হয়।

উত্তরদাতা:হ্যা। রিটায়ার করছে খুব ভালো লোক।

প্রশ্নর্কতা:তো উনার ঐ গরুটার কি সমস্যা ছিল মানে কিজন্য, কিসের অপারেশন এটা?

উত্তরদাতা:ঐটা অপারেশন হলো কি আমি প্রথমে একটা গাভী মনে করেন ঐযে ওলান, ওলান বুঝছেন তো। ওলান নষ্ট। বুঝছেন। ঐটা আমাদের ডাক্তারিমতে বইয়ের মধ্যে লেখা যে ঐ ভিতর একটা জীবানু ঢুকে যেয়ে এটা নষ্ট করে। মেস্টাটিজ কয় এটারে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। মেস্টাটিজ।

উত্তরদাতা:ঐটা হওয়ার পরে তো আমারে টেলিফোন করছে। আমি গেছি। যায়য়া দেখি প্রচুর ব্যথা। ঐটারে আপনার এন্টিবায়োটিক বা ব্যথার ইনজেকশন দিয়ে ঐযে ----৪৪:১০ একটা ডিব্বা আছে। ঐটা দিয়ে আসছি যে এটা খাওয়াও। তাহলে নিশ্চিত হলাম। তো ঐটা একদিন খাওয়ার পরে ওলান ভালো হয়ছে। অন্য গ্রামের এক লোক আইয়া বলছে দুর, --। চিকিৎসা করছে। ঐ লোকে জানি কি ঔষধ দিছে। কয়ছে, এটা চায়য়া লও। দুই তিনদিন চায়য়া লও। কয়দিন পর ওলানটা মনে করেন একবারে শক্ত হইয়া পঁইচা । অহন তো এটা আমার দ্বারা সম্ভব না। পরে যে ... রহমান, উনারে টেলিফোন করলাম। স্যারে, দুইতিনদিন ঘুইরা তারপর উনারে আনলাম। উনারে আইনা তারপর অপারেশন করে ওলানটা অপারেশন করে তারপর ফেলে দিল।

প্রশ্নর্কতা:ওলান ফেলে দিল? আচ্ছা। বুঝতে পারছি। আচ্ছা। তাহলে লোকজন আপনাদের কাছে বেশী আসে বলতেছেন। না?

উত্তরদাতা:হ্যা।৪৫:০০

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো আপনার এখানে ভাইজান, গবাদি পশু মানে হচ্ছে গরু ছাগল এগুলোর আছে। আর মুরগি, হাঁস মুরগি, কবুতর বা অন্য কোন এগুলোর ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা:এগুলোর ঔষধ আমি হাঁস মুরগি তাও পোল্ট্রি আরকি। ----৪৫:১৪ ঐটার জন্য কিছু ট্যাবলেট ট্যাবলেট রাখি।

প্রশ্নর্কতা:মানে কি ধরনের? কি ধরনের ঔষধ ঐগুলা? কি ধরনের ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা:ঐটা ঐযে আপনার খালি শুধু ট্যাবলেট আছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে কি রোগ? কি রোগ এটা হাঁস মুরগির?

উত্তরদাতা:ঐযে পাতলা পায়খানা, কলেরা এগুলা।

প্রশ্নর্কতা:কলেরা এগুলা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আর ইয়ের ঔষধ আমি রাখিনা। পোল্ট্রি এগুলা।

প্রশ্নর্কতা:পোল্ট্রি এগুলা।

উত্তরদাতা:আমি তো যেহেতু বর্তমানে আপনার ইয়ে নিয়ে ব্যস্ত নাকি

প্রশ্নর্কতা:ঐযে বলছিলেন আমাকে একটা অন্য

উত্তরদাতা:প্রজন, কৃত্রিম প্রজন।

প্রশ্নর্কতা:কৃত্রিম প্রজনন? এটাও করেন? এটা বেশী। তো আপনার এখানে শুধুমাত্র আপনি বলতেছিলেন যে গবাদি পশুরই ঔষধ পত্র এখানে আছে। দোকান। মানে এন্টিবায়োটিক, আপনি কতদিন ধরে এই পেশায় আছেন, বলতেছিলেন?

উত্তরদাতা:দশ বারো বছর।

প্রশ্নর্কতা:দশ বারো বছর ধরে। আচ্ছা এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য আপনি কি কোন ট্রেনিং বলতেছিলেন যে এক মাসের একটা প্রশিক্ষন নিছিলেন। এটা ছাড়া আর কোন প্রশিক্ষন কি নিছিলেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। প্রশিক্ষন বিভিন্ন কোম্পানি থেকে মাঝেমধ্যেই প্রশিক্ষন হয়। এই একমাস দুইমাস পরপর।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা কতদিনের করায় উনারা?

উত্তরদাতা:ঐ মনে করেন ঐ একদিন হয়তো এক দুই ঘন্টা এরকম করায়।

প্রশ্নর্কতা:এক দুই ঘন্টা? এানে উনারা করায়?

উত্তরদাতা:বিভিন্ন কোম্পানি থেকে এসে ওরা করে।

প্রশ্নর্কতা:মানে শুধুমাত্র গবাদি পশুর এটার উপরেই ট্রেনিং?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এটার উপরে। মানে কোন কোম্পানি? কয়েকটা নাম বলতে পারবেন কোম্পানির?

উত্তরদাতা:আপনার এসিআই কোম্পানি আছে।

প্রশ্নর্কতা:এসিআই।

উত্তরদাতা:তারপর আপনার একমি আছে। রেনাটা কোম্পানি আছে। স্কয়ার আছে। না স্কয়ার না। স্কয়ারে করছিলাম একবার।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো আপনি কি মানে ঔষধ বিষয়ক কোন ধরনের কোন ধরনের পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করছিলেন? ঔষধ বিষয়ক কোন পরীক্ষা দিছিলেন?

উত্তরদাতা:না। এমনি কোন পরীক্ষা দিইনি।

প্রশ্নর্কতা:পরীক্ষা দেননি। মানে আপনার পড়াশুনা বলতেছিলেন যে, আপনি কতটুক ম্যাট্রিক

উত্তরদাতা:ম্যাট্রিক

প্রশ্নর্কতা:এসএসসি পাস। আপনার দোকানে লাইসেন্স মানে করা হয়নি বলতেছিলেন।

উত্তরদাতা:আমি দোকান ---

প্রশ্নর্কতা তো মানে চেষ্টা করতেছেন লাইসেন্সের জন্য?

উত্তরদাতা:লাইসেন্স করা লাগবো তো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এটা কি নিজের দোকান? আপনি দোকানের মালিক? নিজেই?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা তো এই ছিল আমার আলোচনা মোটামুটি, ভাইজান। তো আমার এখন একটা কাজ করতে হবে। সেটা হচ্ছে আমার আর কয়েকটা ছোটখাটো বিষয় জানার ছিল। তো সেটার পরে যেটা আমরা করবো, আপনার যে এন্টিবায়োটিকগুলা আছে, আমি এগুলার নামগুলো একটু লিখে নিবো। একটা একটা। তো এন্টিবায়োটিক মানে আপনারা এগুলা কোন জায়গা থেকে পান, কিভাবে আসে? ঔষধগুলা?

উত্তরদাতা:ঐগুলা কোম্পানি এখানে দিযে যায়।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনারা যোগাযোগ করেন নাকি কোম্পানি নিজ থেকেই দিয়ে যায়?

উত্তরদাতা:কোম্পানি। নিজেরা আসে। আমরা অর্ডার দিয়ে দিই। ওরা পৌঁছে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কোন ঔষধ কি এন্টিবায়োটিক নিজেকে যেয়ে আনতে হয়?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আনতে হয়না। সব দিয়ে যায়?

উত্তরদাতা:সব দিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে আপনার দোকানে এন্টিবায়োটিক যেগুলা আছে, কোনটা কোন জেনেরেশন, ফার্স্ট জেনেরেশন, সেকেন্ড জেনেরেশন, থার্ড জেনেরেশন এগুলার একটা লিষ্ট আমে একটু করবো। একটা কাগজে লিখে নিবো। তো যেটা হচ্ছে যে এন্টিবায়োটিক মানে কোন এন্টিবায়োটিকগুলো সচরাচর আপনি বেশী লিখে থাকেন এবং কোন রোগের জন্য এটা একটু জানতে চাই। তো ভাইজান, এখন একটু অনুরোধ করবো। আপনার এখানে যে এন্টিবায়োটিকগুলো আছে, আমাকে যদি যেকোন একটা একটা দেন, আমি একটু নামগুলো লিখে নিবো।

উত্তরদাতা:আছেই কয়টা।

প্রশ্নর্কতা:যে কয়টা আছে। যে কয়েকটা আছে একটু কষ্ট করে দিলে আমি ভাইজান নামগুলো লিখে নিবো।

উত্তরদাতা:এখানে আছে। একই জিনিস, একই জিনিস

প্রশ্নর্কতা:জ্বী?

উত্তরদাতা:একই জিনিস।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা, দেন একটু। আমি একটু লিখে নিই। আমার একটা লিষ্টে একটু ইয়ে করতে হবে। দেন। এটা কি?

উত্তরদাতা:প্রোনাপেন।

প্রশ্নর্কতা:প্রোনাপেন। আচ্ছা। প্রোনাপেন। আচ্ছা। ফোরটি লাখ। চল্লিশ লাখ পাওয়ার?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ওরে বাবা। এটাতো অনেক

উত্তরদাতা:ঐযে এটা হলো টোনাপেন এক কোম্পানি। এটা আরেক কোম্পনি।

প্রশ্নর্কতা:দুইটা দুই কোম্পানির? আচ্ছা। প্রোনাভেট এটা। প্রোনাভেট, ফোরটি লাখ। তারপর হচ্ছে কম্বাইন্ড এন্টিবায়োটিক।

উত্তরদাতা:এটা নেন না আপনি।

প্রশ্নর্কতা:নিবো। এটা হচ্ছে এমকক্স। এমকক্স ফোর পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম। এটা কোন গ্রুপ? এমকক্সটা?

উত্তরদাতা:এমোক্সিসিলিন।৫০:০০

প্রশ্নর্কতা:এমোক্সিসিলিন, আর একটা? কক্সাসিলিন, দুইটা? আচ্ছা। এমোক্সিসিলিন আর কক্সাসিলিন। আচ্ছা। এগুলা সরায় ফেলতে পারবেন। যেগুলা লিখছি সরায় ফেলতে পারবেন। মোক্সাসিলভেট ওয়ান ইনজেকশন। এমোক্সিসিলিন সোডিয়াম বিপি। ট্রায়োজনভেট, সেক্রাক্সন টু গ্রাম। তারপর হচ্ছে এসপিভেট। এসপিভেট হচ্ছে স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্লাস পেনিসিলিন। আর কিছু আছে ভাইজান?

উত্তরদাতা:আর লিখেন প্রিডেকশনাল এস আর

প্রশ্নর্কতা:একটু বানান সহ লিখতে হবে তো। আপনি এই আলোটা নেন। এটা আলো।

উত্তরদাতা:প্রিডেকশনাল এস আর রেনামাইসিন এল এ।

প্রশ্নর্কতা:এটা ভায়াডিন। ভায়াডিন বানান টা

উত্তরদাতা:প্রিডেকশনাল এস।

প্রশ্নর্কতা:প্রিডেকশনাল এস। এটার গ্রুপ কোনটা? প্রিডেকশনাল এসটা? এটা ইংলিশে দেখেন, ডায়াভিট ইংলিশে স্পেলিংটা?

উত্তরদাতা:ডিআইএডিআইএন। ডায়াডিনভেট। ভিইট। ভেট।

প্রশ্নর্কতা:ডায়াডিল ভেট। এটার গ্রুপ? গ্রুপটা নীচে দেখা যায়? দেখেন তো। ভাইজান এটা একটা। আরেকটা কোনটা বললেন?

উত্তরদাতা:আরেকটা রেনামাইসিন এলএ। সেপ্রাডিন নাকি, এটা কি?

প্রশ্নর্কতা:সেফ্রাডিন? ঐটা কি, ঐটার স্পেলিংটা যদি একটু লিখেন কষ্ট করে। আর একটা। এটা ছাড়া যে আর একটা বললেন।

উত্তরদাতা সেপ্রাডিন।

প্রশ্নর্কতা:সেফ্রাডিন?

উত্তরদাতা:সেপ্রাডিমিডিন।

প্রশ্নর্কতা:সেফ্রামিডিন।

উত্তরদাতা:সেপ্রাডি

প্রশ্নর্কতা:স্পেলিং, বানান বলেন।

উত্তরদাতা:সালফা লিখছে নাকি? হ্যা। সালফা ডিমিডিন।

প্রশ্নর্কতা:রেনামাইসিন, রেনামাইসিন এটা কোন গ্রুপ? এটা কোন গ্রুপ ভাইজান? সালফা বানানটা দেখা যাচ্ছে?

উত্তরদাতা:হ্যা?

প্রশ্নর্কতা:বানানটা? স্পেলিংটা?

উত্তরদাতা:এসইউএল, সাল

প্রশ্নর্কতা:এসইউএল

উত্তরদাতা:পিএইচএ

প্রশ্নর্কতা:পিএইচএ

উত্তরদাতা:ডিআই

প্রশ্নর্কতা:ডিআই

উত্তরদাতা:এমআই

প্রশ্নর্কতা:এমআই

উত্তরদাতা:ডিআইএনই

প্রশ্নর্কতা:ডিআইএনই

উত্তরদাতা:এইটুকুই। পরে বিপি লেখা।

প্রশ্নর্কতা:বিপি। আচ্ছা। ঠিক আছে। আর কিছু কি আছে ভাইজান?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আর কিছু নাই। না? তো এখন একটু কষ্ট দিই আপনাকে। মানে এটা যদি একটু কাইন্ডলি বলেন কোনটা কোন জেনেরেশন? যেমন এইযে প্রোনাপেন এটা কোন জেনেরেশন? ফার্স্টজেনেরেশন, সেকেন্ড জেনেরেশন, থার্ড জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:ফার্স্ট জেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা:ফার্স্টজেনেরেশন। তারপর হচ্ছে প্রোনাভেট?

উত্তরদাতা:ঐ একই।

প্রশ্নর্কতা:ঐ একই। ফার্স্ট জেনেরেশন? এমকক্স। একক্সটা ভাইজান? ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড কোন জেনেরেশন? এমকক্স?

উত্তরদাতা:সেকেন্ড।

প্রশ্নর্কতা:সেকেন্ড? আচ্ছা। তারপর মোক্সাসিলভেট?

উত্তরদাতা:মোক্সাসিল তো ফার্স্টজেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা:ফার্স্টজেনেরেশন। তারপর ট্রায়োজনভেট? ট্রায়োজনভেট, ভাইজান?

উত্তরদাতা:ট্রায়োজনভেট টু গ্রাম।

প্রশ্নর্কতা:সেফট্রাক্সন টু গ্রাম। ঐটা কোন ইয়ে? ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড?

উত্তরদাতা:------৫৫:০০

প্রশ্নর্কতা:না। ট্রায়োজনভেট, ঐটা কোন গ্রুপ বলতেছেন?

উত্তরদাতা:সেফট্রাক্সন গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা: :সেফট্রাক্সন? কিন্তু ঐটা কোন জেনেরেশন? ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড?

উত্তরদাতা:

প্রশ্নর্কতা:এইযে সেফট্রাক্সন। এটা কোন জেনেরেশন? ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড?

উত্তরদাতা:এটা তো বুঝতেছিনা। ফার্স্ট জেনেরেশন মনে করেন ব্যবহার করলে আপনার ইয়ে দেয়। ফার্স্ট জেনেরেশেনের মধ্যে ইয়ে করলাম ইয়েটা, মোক্সাসিলিন

প্রশ্নর্কতা:মোক্সাসিলিনভেট।

উত্তরদাতা:এটা দিয়ে যদি কাজ হয় তখন

প্রশ্নর্কতা:এটার চেয়ে এটা কি পাওয়ারি মানে তাহলে এটা কোন জেনেরেশন? ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড?

উত্তরদাতা:থার্ড। পাওয়ার তো।

প্রশ্নর্কতা:ট্রায়োজন?

উত্তরদাতা:ট্রায়োজন তো পাওয়ারি জিনিস।

প্রশ্নর্কতা:এটা ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড। সেকেন্ড নাকি থার্ড? কোন জেনেরেশন? ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড? সেফট্রাক্সন। একটা বলেন।

উত্তরদাতা সেকেন্ডটা তো এখন পাওয়া যায়না। সেকেন্ড---

প্রশ্নর্কতা:সেকেন্ড। এসপিভেট? এটা কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:এসপিভেট?

প্রশ্নর্কতা:ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড?

উত্তরদাতা:এটা ফার্স্ট।

প্রশ্নর্কতা:ফার্স্ট জেনেরেশন। আচ্ছা। এখানে এটা কোন জেনেরেশন? এখানে যে লিখলেন। প্রেক্সানেল

উত্তরদাতা:প্রিডাকশনাল এস।

প্রশ্নর্কতা:প্রিডাকশনাল এস। এটা কোন জেনেরেশন? ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ভাইজান?

উত্তরদাতা:সেকেন্ড।

প্রশ্নর্কতা:সেকেন্ড। আর ডায়াডিনভেট?

উত্তরদাতা:ডায়াডিন, এটা ফার্স্ট জেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। রেনামাইসিন?

উত্তরদাতা:রেনামাইসিন, এটা সেকেন্ড।

প্রশ্নর্কতা:সেকেন্ড জেনেরেশন। এটা কোন গ্রুপ ভাইজান? এগুলা?

উত্তরদাতা:এটা আমার একটু ভুল হয়ছে। বুঝছেন? ভুলটা কি, এটা আপনার রেনামাইসিন, এটা বললাম সেকেন্ড।

প্রশ্নর্কতা:এটা কোন

উত্তরদাতা:এটা মনে করেন আপনার শুধু ইয়ের মধ্যে আরকি মনে করেন যেমন রেনামাইসিন প্রথম ইয়ে করলাম। ঐটা কিন্তু বাহাত্তর ঘন্টার জন্য। এটার মেয়াদ থাকে বাহাত্তর ঘন্টা। কিন্তু সেকেন্ড জেনেরেশনের কাজ

প্রশ্নর্কতা:আমি একচুয়ালি ডাক্তার না। আপনি যেটা মনে করেন আরকি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে। একটা বললেই হয়ছে। অসুবিধা নাই। আচ্ছা। এখানে আমাকে ভাইজান প্রায় আপনি এখানে ছয়টা আর এখানে তিনটা। নয়টা ঔষধের কথা বললেন এন্টিবায়োটিক। এছাড়া আর কি কিছু আছে? ইনজেকশন বা অন্য কোন ফরমে?

উত্তরদাতা:কি?

প্রশ্নর্কতা:আর কোন এন্টিবায়োটিক আছে আপনার কাছে?

উত্তরদাতা:আমার কাছে নেই।

প্রশ্নর্কতা:তো এই নয়টার মধ্যে কোনগুলা আপনি সচরাচর বেশী দিয়ে থাকেন এন্টিবায়োটিক? কোনগুলা ব্যবহার করেন?

উত্তরদাতা:এগুলা তো সচরাচর আপনার সবচেয়ে প্রয়োজন আপনার প্রোনাপেন।

প্রশ্নর্কতা:কোনটা? প্রোনাপেন?

উত্তরদাতা:প্রোনাপেন।

প্রশ্নর্কতা:প্রোনাপেনটা আপনি সবচেয়ে বেশী দেন? প্রোনাপেন ফোরটি লাখ যেটা, আচ্ছা এটা বেশী দেন।

উত্তরদাতা: ভর্তিকের জন্য একটা আর আপনার এমনে গরুর জন্য একটা।--- সর্বক্ষন মনে করেন এটা ব্যবহার --- ।৫৮:১২ মোক্সাসিলভেট

প্রশ্নর্কতা:মোক্সাসিলভেট।

উত্তরদাতা:ট্রায়োজনভেট---

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এটা কোন কোন রোগের জন্য দেন? প্রোনাপেনভেটটা? কয়েকটা রোগ যদি বলেন।

উত্তরদাতা; প্রোনাপেন

প্রশ্নর্কতা:কি কি রোগের জন্য? কয়েকটা রোগ যদি বলেন।

উত্তরদাতা:এটা মনে করেন প্রায় সবক্ষেত্রেই খাটে আরকি।

প্রশ্নর্কতা:বলেন। কয়েকটা রোগ বলেন।

উত্তরদাতা:যেমন জ্বর, ব্যথা

প্রশ্নর্কতা:ফিবার। পেইন তারপর? আর?

উত্তরদাতা:ঘা।

প্রশ্নর্কতা:ঘা। ইনফেকশন।

উত্তরদাতা:ইনফেকশন।

প্রশ্নর্কতা:ইনফেকশন। আর? আচ্ছা। আর মোক্সাসিলভেট, এটা?

উত্তরদাতা:মোক্সাসিলভেট। একই ইয়ে। শুধু এটা যখন ভর্তিকের গাভী দেওয়া আর ভর্তিকে দেওয়া। ঐ একই আরকি।

প্রশ্নর্কতা:একই? ফিবার, পেইন আর হচ্ছে ইনফেকশন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন ইয়ে আছে?

উত্তরদাতা:ঠান্ডা।

প্রশ্নর্কতা:ঠান্ডা। কোল্ড। এটা কি কোল্ডের ক্ষেত্রে দেন? প্রোনাপেনটা?

উত্তরদাতা:একই।

প্রশ্নর্কতা:কোল্ড। আর কোন রোগের জন্য দেন? আচ্ছা। এরপরে কোনটা দেন ভাইজান? এরপরে? মোক্সাসিলভেটের পরে আর কোনটা দেন? প্রোনাপেনভেট দিলেন, মোক্সাসিল দিলেন। এরপরে আর কোনটা সচরাচর বেশী আপনে প্রেসক্রাইব করেন?

উত্তরদাতা:প্রথম অবস্থায় এটা করি। তারপর ডায়াডিন করি।

প্রশ্নর্কতা:কোনটা?

উত্তরদাতা:ডায়াডিন।

প্রশ্নর্কতা:ডায়াডিন এস।

উত্তরদাতা:এটা সচরাচর বেশী ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:এইযে ডায়াডিনভেট

উত্তরদাতা:যখন মনে করি ৫৯:৫০

প্রশ্নর্কতা:ডায়াডিনভেট। এটা কোন কোন রোগের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:হু?

প্রশ্নর্কতা:ডায়াডিনটা?

উত্তরদাতা:একই মনে করেন ব্যথা, জ্বর যেকোন ক্ষেত্রে মনে করেন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা লাগে তখন

প্রশ্নর্কতা:ভেইন ইনফেকশন, কোল্ড। ইনফেকশন, কোল্ড। এরপর কোনটা দেন ভাইজান? এই তিনটা দিলেন। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড। এরপর ফোর্থ কোনটা দেন?

উত্তরদাতা:ঐযে এসপিভেট আছে।

প্রশ্নর্কতা:এসপিভেট

উত্তরদাতা:ঐটা হলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর একটা হলো আপনার টু পয়েন্ট ফাইভ আছে।

প্রশ্নর্কতা:এটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর একটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ।

উত্তরদাতা:টু পয়েন্ট ফাইভ।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এটা দেন এসপিভেট। এটা কোন কোন রোগের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:এটা মনে করেন ছোট বাছুর বা ছাগল ঐ একই সমস্য।

প্রশ্নর্কতা:গোট, কাফ। এগুলা কি সমস্যার জন্য দেন গোট কাফের?

উত্তরদাতা:হয়তো ছাগলের জ্বর আইছে।

প্রশ্নর্কতা:জ্বর। ফিবার। আর?

উত্তরদাতা:হয়তো কেটে গেছে বা কি হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:কাটিং, কাটাকে কি বলবো, সার্জারি। সার্জারি ইন ইনফেকশন,হ্যা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:সার্জারি। ইনফেকশন। আর? আচ্ছা। তারপর এসপিভেট দিলেন। এরপর কোনটা দেন? মানে সচরাচর যেগুলা বেশী দেন আরকি। প্রোনাপেন দিলেন, মোক্সাসিলভেট দিলেন, ভায়াডিনভেট, এসপিভেট। এরপর?

উত্তরদাতা:মনে করেন প্রোনাপেন ব্যবহার করলাম। ঐটা মনে করেন অনেক সময় হয়তো ঘা --- যখন বেশী ঠান্ডা থাকে তখন আবার এটার একই কোম্পানির ইয়ে আছে স্টেপ্টোপেন। এটা লিখি নাই।১:১:৩২

প্রশ্নর্কতা:স্টেপ্টোপেন। একটু বলেন তো তাহলে একটু বানান এসটি

উত্তরদাতা:এসটিইপি

প্রশ্নর্কতা:ইপি

উত্তরদাতা:স্টিপটো, টিও।

প্রশ্নর্কতা:টিও।

উত্তরদাতা:পিইএন

প্রশ্নর্কতা:পিইএন। হ্যা। স্টেপ্টোপেন। এটা কি কি জন্য দেন? কিসের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:হ্যা?

প্রশ্নর্কতা:এটা কোন কোন রোগের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:এটা মনে করেন প্রোনাপেন যে একই আর ঠান্ডার জন্য ব্যবহার করি এটা বেশী।

প্রশ্নর্কতা:ফিবার, কোল্ড। আর ঠান্ডার জন্য বেশী?

উত্তরদাতা:হ্যা। আর এইযে এগুলি আছে, একই।

প্রশ্নর্কতা:আর এটা কোন গ্রুপ? স্টেপ্টোপেন।

উত্তরদাতা:ঐ প্রোনাপেন একই গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা:একই গ্রুপ, এটা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:প্রোনাপেন। আচ্ছা। ফোরটিফাইড টোকেন পেনিসিলিন। আর কিছু আছে ভাইজান? এগুলি দেন। এটার পরে আর কোনটা দেন?

উত্তরদাতা: এটার পরে আমি কোন সময় এটা, এটা লিখেন নি তো।

প্রশ্নর্কতা:এটা লিখি নাই? মোক্সাসিলভেট এ। এলএ।মোক্সাসিলভেট এলএ। এটা দেন? মোক্সাসিলিনভেটএলএ। এটা কোন গ্রুপ? নীচে একটু দেখানতো।

উত্তরদাতা:এমোক্সিসিলিন।

প্রশ্নর্কতা:এমোক্সিসিলিন। মোক্সাসিলিন , মোক্সাসিলিন গ্রুপ। আচ্ছা। এটা কোন জেনেরেশন ভাইজান এটা?

উত্তরদাতা:এটা একই বুঝছেন

প্রশ্নর্কতা:এটা কোন জেনেরেশন বলছিলেন, ভেট, ফার্স্ট জেনেরেশন। জ্বী।

উত্তরদাতা:এটা বাহাত্তর ঘন্টার জন্য। এটা চব্বিশ ঘন্টার জন্য।

প্রশ্নর্কতা:চব্বিশ ঘন্টার জন্য। আচ্ছা। এটা কোনটা চব্বিশ ঘন্টার জন্য? এটা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এটা দিচ্ছেন? এটা কোন কোন রোগ ভালো করে এটা?

উত্তরদাতা:ঐ একই গ্রুপ আরকি। একই জিনিস, একই।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এটা কাজ করে?

উত্তরদাতা:লং টাইম আরকি

প্রশ্নর্কতা:লং টাইম। কোনটা লং টাইম? এল এ টা?

উত্তরদাতা:এল এ টা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এলএটা। লং টাইম। বাহাত্তর ঘন্টা। লং টাইম। বাহাত্তর ঘন্টা। আর ঐটা কত ঘন্টা? বাহাত্তর আওয়ার। আর এটা বলতেছেন কতক্ষন থাকে এটা?

উত্তরদাতা:এটা চব্বিশ ঘন্টা থাকে।

প্রশ্নর্কতা:চব্বিশ ঘন্টা? টুয়েন্টি ফোর আওয়ারস। আচ্ছা। এটা কোন কোন রোগ সারে, কাজ করে এটা?

উত্তরদাতা:ঐতো মনে করেনযে একই জিনিস। মনে করেন জ্বর ঠান্ডা যা আছে সবই। এটা শুধু জন্য করে। এটা ভর্তিক ছাড়া করা চলেনা।

প্রশ্নর্কতা:ভর্তিক মানে কি?

উত্তরদাতা:গাভী মনে করেন বাচ্চা হয়বো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:তার জন্য এটা দিতে হবে। আবার যখন প্রোনাপেন দিবো, এটা দিমু, এটা দিলে বাচ্চা পড়ে যায়বো গা।

প্রশ্নর্কতা:কোনটা দিলে? ঐটা দিলে? আচ্ছা।

উত্তরদাতা পেনিসিলিন জাতীয় গ্রুপ বাচ্চা ---১:০৪:২২ দেওয়া যাবেনা।

প্রশ্নর্কতা:সবচেয়ে এখানে পাওয়ারফুল ঔষধ কোনটা? সবচেয়ে

উত্তরদাতা:ট্রায়োজনভেট।

প্রশ্নর্কতা:ট্রায়োজনভেটটা। ট্রায়োজনভেটটা সবচেয়ে বেশী পওায়ারফুল, না? আর এটা এমকক্স?

উত্তরদাতা:এমকক্সও আছে, খারাপ না।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোন ঔষধ

উত্তরদাতা:এক এক --- এক এক ধরনের। মানে--- ইয়ে কাজ করে। গাভীর ঐযে মেস্টেজ বলছি না,

প্রশ্নর্কতা:মেস্টেজ।

উত্তরদাতা:এটা মেস্টেজে দিলে এটা খুব কার্যকরী।

প্রশ্নর্কতা:এমকক্সটা, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো ভাইজান এগুলা ছাড়া কি আর কিছু আছে?

উত্তরদাতা:না। আপাতত নাই।

প্রশ্নর্কতা:আর কিছু নাই। তো অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলে আমাকে অনেক সময় দিলেন। আমি আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আপনার ব্যবসার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। তো ভালো থাকবেন। আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামুআলাইকুম।

উত্তরদাতা:ওয়ালাইকুম সালাম।

----------oooooooooooooo----------